# সফলতার জন্য চাই
# উত্তম পরিকল্পনা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

## প্রকাশকের কথা...

সফলতা লাভের জন্য উত্তম পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যধিক। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে অনেক কঠিন কাজও আসান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কারণে অনেক সহজ কাজও কঠিন ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এতে একদিকে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়, অপরদিকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। কখনো পুরো কাজটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই একজন সচেতন মুমিনের ইহকালীন-পরকালীন প্রতিটি কাজই পরিকল্পনা-মাফিক শুরু করা উচিত। মানবজীবনে পরিকল্পনার গুরুত্ব, পরিকল্পনার নানান ধরন, উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে নীতিমালা ও সতর্কতা এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়েই এবার আমরা প্রকাশ করেছি শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদের অনবদ্য গ্রন্থ (مشروعك الذي يلائمك)-এর সরল অনুবাদ 'সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা'।

আল্লাহ তাআলা এ উপকারী গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সকল পাঠককে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন (আমিন)।

- রফিকুল ইসলাম

সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

| | |
|---|---|
| বই | সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা |
| মূল | শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ |
| অনুবাদ ও সম্পাদনা | আব্দুল্লাহ ইউসুফ |
| প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম |

# সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রুহামা পাবলিকেশন

সফলতার জন্য চাই উত্তম পরিকল্পনা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ



প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / জুন ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১০৭ টাকা

**রুহামা পাবলিকেশন**

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## অনুবাদকের কথা

সফলতা—কৃতকার্যতা বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা। বিভিন্ন শব্দে আমরা সফলতাকে ব্যাখ্যা করি। আবার একেক জনের সফলতা হয় একেক রকম। কেউ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে সত্যিই সফল হন। কেউ আবার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেও সত্যিকার অর্থে সফল নন।

পাঠক, আপনি যদি ফুটপাত থেকে 'ইউ ক্যান উইন' শ্রেণির বইপড়ুয়া কেউ হন, তবে বলব না যে, এ বইতে আপনার জন্য খোরাক নেই। বরং সত্য হচ্ছে, যারা বস্তুবাদী জীবনের সফলতার পেছনে ছুটছেন, তাদের জন্য এ বইতে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত আছে। আছে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। আছে সাহস ও উৎসাহে ভরপুর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু সবশেষে আপনি যে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেও সত্যিকার অর্থে সফল না হওয়ার দলে পড়ে যাবেন। আখেরে আপনি সফল হয়েও অসফল রয়ে যাবেন। তাই পরিকল্পনার আগেই আমাদের দরকার একটি উত্তম লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

আমাদের সবার লক্ষ্যই হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেউ এমনটা বলেন না যে, তিনি অতীত নিয়ে পরিকল্পনা করেন বা স্বপ্ন দেখেন। বরং সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। আমাদের স্বপ্ন যেহেতু ভবিষ্যৎ নিয়েই। তবে কেন চূড়ান্ত ভবিষ্যতই আমাদের লক্ষ্য হবে না?

আপনি জীবনে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন—জীবনে আপনি এত এত টাকার মালিক হবেন; আপনার সুন্দর বাড়ি থাকবে; দামি গাড়ি থাকবে। এমনটাই যদি আপনার স্বপ্ন হয়ে থাকে, তবে আপনার ও আপনার স্বপ্নের মাঝে আমার একটি কথা আড়াল হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। আমার সে কথাটি হচ্ছে, এর নামই কি সফলতা?

চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ কোনটি?

- আখিরাতের জীবন।

আসল সফলতা কোনটি?

- জান্নাতে প্রবেশ করা।

সফলতার বিপরীত শব্দ বিফলতা, ক্ষতিগ্রস্ততা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।'[১]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন :

لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

'কিন্তু রাসুল আর তাঁর সাথে যাঁরা ইমান এনেছে, তাঁরা তাঁদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। আর সে সব লোকেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তাঁরাই সফলকাম। আল্লাহ্ তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বিরাট সফলতা।'[২]

.................................

১. সুরা আল-আসর : ১-৩

২. সুরা আত-তাওবা : ৮৮-৮৯

সফলতা নিয়ে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। বোঝা যাচ্ছে, ইমান আনা ও সৎকর্ম করা সফলতার ভিত্তি। আর জান্নাত লাভ করা হচ্ছে সফলতা।

তাই আমরা যদি সফল হয়েও অসফল না হতে চাই। যদি চাই সত্যিকার অর্থে সফল হতে। যদি চাই চূড়ান্ত সফলতা নিজের করে পেতে। তবে আমাদের লক্ষ্য হবে জান্নাত। আর আমাদের পরিকল্পনা হবে জান্নাত লাভ করা নিয়ে।

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ আমাদেরকে বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুআপ্রার্থী
আব্দুল্লাহ ইউসুফ

# সূচিপত্র

# লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং তিনি মানুষকে মহান এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন যেন তারা পৃথিবীতে যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করে। আল্লাহ বলেন : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا 'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি?' অর্থাৎ তোমরা কি এ ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি। তোমরা শুধু পানাহার, আনন্দ-ফূর্তি ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হবে! আর আমিও তোমাদের ছেড়ে দেবো? তোমাদের কোনো আদেশ-নিষেধ করব না এবং প্রতিদান বা শাস্তিও প্রদান করব না?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না।'[৩]

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

'মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।'[৪]

উদ্দেশ্যহীন কোনো কিছু সৃষ্টি করার—এমন ভ্রান্ত চিন্তা থেকে তিনি পবিত্র। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত চিন্তা তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি ধৃষ্টতাস্বরূপ।[৫]

قد هيّؤوكَ لأمرٍ لو فطنتَ لهُ * فاربأ بنفسكَ أن ترعى مع الهملِ

..................................

৩. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৫

৪. সুরা আল-মুমিনুন : ১১৬

৫. তাফসিরু ইবনিস সাদি : ৫৬০

'তারা তোমাকে এমন একটি বিষয়ের জন্য প্রস্তুত করেছে, যদি তুমি তা উপলব্ধি করতে! (কতই না ভালো হতো!)

সুতরাং অশ্রুতে ভাসার সে ভয়াবহ দিনটি আসার আগেই তুমি সচেতন হয়ে যাও।'

পার্থিব এই জগতে প্রত্যেক মুসলিমেরই কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। আর সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পুরোটাই আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ইবাদত কেবল নামাজ, রোজা ও জাকাতের মতো দ্বীনের প্রতীকস্বরূপ ইবাদতসমূহের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইবাদত শব্দটি পার্থিব এ জীবনে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি উপকারী কথা বা মানুষের কৃত প্রতিটি উপকারী কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[৬]

পার্থিব কোনো কাজ হোক বা পরকালীন কোনো কাজ হোক, আল্লাহর জন্য করলে তার সবই ইবাদত বলে গণ্য হবে। তাই একজন মুসলিম জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নিজের কাজ অব্যাহত রাখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

আপনার জীবনের পরিকল্পনা কী হবে? কীভাবে আপনি সঠিক পরিকল্পনা করবেন? কোন মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে সম্পাদন করবেন আপনার কর্মপ্রণালি? এ সকল প্রশ্নের জবাব নিয়েই আমাদের এই পুস্তিকাটি। আল্লাহ তাআলার কাছে নেক কাজে আমাদের হায়াত বৃদ্ধির প্রার্থনা করছি।

وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

৬. সুরা আল-আনআম : ১৬২

সালাফে সালিহিন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন অকর্মণ্য ব্যক্তিদের ধিক্কার জানাতেন। যেমন ইবনে মাসউদ রা. বলেন :

إِنِّي لَأَمْقُتُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمِلِ دُنْيَا، وَلَا آخِرَةٍ

'কাউকে অকর্মণ্য দেখলে আমি বেজায় ক্রুদ্ধ হই। না দুনিয়ার কোনো কাজ করে, না আখিরাতের জন্য কিছু করে।'[৭]

এ আসারটি উমর রা.-এর বাণী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর বর্ণনাটি এমন :

إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا عمل دنيا، ولا في عمل آخره.

'আমি তোমাদের কাউকে অকর্মণ্য দেখতে অপছন্দ করি; যে না তার পার্থিব কোনো কাজ করছে, আর না আখিরাতের জন্য কিছু করছে।'[৮]

সাফারিনি রহ. বলেন, 'سبهللا' শব্দের অর্থ, চলাফেরায় অমনোযোগী-উদাসীন। না পার্থিব কাজে মনোযোগী আর না পরকালীন কোনো কাজের প্রতি আগ্রহী। যেমনটা কামুস অভিধানে আছে, যখন কেউ উদ্দেশ্যহীন চলাফেরা করে, তখন বলা হয় يمشي سبهللا।[৯] একজন উদাসীন ব্যক্তি শিক্ষার প্রতিও ব্রতী হয় না যে, কিছুটা শিখে নিল। কোনো কাজও করে না যে, সে কাজকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনো ইবাদতেও মগ্ন হয় না যে, যেন ইবাদতের মাধ্যমে নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ করতে পারে। নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচাতে পার্থিব কোনো পেশাও গ্রহণ করে না সে।

---

৭. তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৯/১০৩

৮. জাইলায়ি রহ. বলেন, 'আমি কেবল ইবনু মাসউদ রা. থেকেই এমন বর্ণনা পেয়েছি। -তাখরিজু আহাদিসিল কাশশাফ : ২/৩৫৩।

৯. আল-কামুসুল মুহিত : س পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। লিসানুল আরব : ১১/২২৪, মাদ্দাহ : سبل।

সবকিছুতে অবহেলা তার। সময় বয়ে যায়। বছরের পর বছর চলে যায়। কত সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু সময়ের মূল্যায়ন, সময় কাজে লাগানোর চিন্তা পর্যন্ত করতে রাজি নয় সে!

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পার্থিব এ জীবনে এক বা একাধিক পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের জীবন-যৌবনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

‘কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার রবের সামনে থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ না সে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেয়। তার জীবন সে কোন কাজে নিঃশেষ করেছে? তার যৌবনকাল কীসে ব্যয় করেছে? কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? যে ইলম সে অর্জন করেছে, তার কতটুকু আমল করেছে?’[১০]

মানুষকে তার সফলতার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। বয়সের ভিত্তিতে নয়।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

‘আর আমি তাদের কর্ম-কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। প্রত্যেক বস্তু আমি স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।’[১১]

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا [‘তারা যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, আমি তা লিখে রাখি।’]—পার্থিব জীবনে তাদের ভালো-মন্দ আমল ও তাদের জীবনযাপনের ভালো-মন্দ অবস্থাদি আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি। وَآثَارَهُمْ

১০. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৬; হাদিসটি সহিহ।

১১. সুরা ইয়াসিন : ১২

[তাদের চিহ্নসমূহ।] অর্থাৎ তাদের মাধ্যমে ভালো ও মন্দের যে নিদর্শন তাদের জীবিত থাকাকালীন এবং পরলোকগমনের পর অস্তিত্বে এসেছে; তাদের কথা, কাজ ও অবস্থা থেকে যে কর্মগুলো সম্পাদিত হয়েছে—তা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখি।[১২]

نسبُ ابن آدم فعلُه * فانظر لنفسك في النسب

'বনি আদমের বংশপরিচয় হচ্ছে তার কর্মে। সুতরাং তুমি কাজের মাধ্যমে দেখে নাও—কী তোমার বংশপরিচয়!'

দেখে নাও, তুমি এই পৃথিবীর তরে কী করেছ? পরকালের জন্য কী প্রেরণ করেছ?

প্রত্যেকেরই উচিত নিজের কিছু নিদর্শন রেখে যাওয়া। মানুষকে তার বয়সের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় না। কত সময় ধরে সে এ পৃথিবীতে ছিল—সে অনুযায়ী তার মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। এমন কত মানুষ ছিল, যারা সুদীর্ঘ বয়স পেয়েছে; অথচ কোনো নিদর্শন না রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আর এমন লোকও অনেক ছিল, যারা পৃথিবীতে অল্প কিছু দিন ছিলেন, কিন্তু মানুষের জন্য স্মরণীয় অনেক কিছু রেখে গেছেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ. কত দিন বেঁচে ছিলেন? অথচ তিনি কত অবদান রেখে গেছেন! ইমাম নববি রহ. কত দিন জীবিত ছিলেন? তিনিও অল্প সময়ে কত অবদান রেখে গেছেন! শাইখ হাফিজ আহমাদ হিকামি রহ. কত দিন বেঁচে ছিলেন? কিন্তু কত কিছুই না রেখে গেছেন! এমন আরও অনেক শাইখ আছেন, যাঁরা জীবিত ছিলেন স্বল্প সময়, কিন্তু তাঁদের অবদান অগুনতি। তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের কর্ম বেঁচে আছে এখনও। তাই প্রত্যেক যুবকের বাস্তবায়নের জন্য কিছু লক্ষ্য থাকতে হবে। লক্ষ্য পূরণে কিছু পরিকল্পনা থাকতে হবে।

১২. তাফসিরুস সাদি : ৬৯২

যে নিজের জন্য কোনো লক্ষ্য স্থির করে না, তার জীবন হয় এলোমেলো, অগোছালো। সে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ নির্ণয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। যে নিজের গন্তব্য সম্পর্কেই জানে না, সে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছবে?

আলি বিন আবি তালিব রা. বলেন :

'প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্যায়ন হয় তার সুন্দর কর্মের মাধ্যমে।'[১৩]

আরিফগণ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় তার লক্ষ্য অনুযায়ী।'[১৪] এ কারণেই সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে হারিস ও হুমাম।[১৫]

১৩. মুফরাদাতু আলফাজিল কুরআন : ১/২৩৬

১৪. আল-জাওয়াবুস সহিহ : ৬/৩২৯

১৫. ইমাম বুখারি রহ. কৃত আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮১৪। হাদিসটি সহিহ। - মানুষের মাঝে প্রোথিত স্বভাবের সাথে মিলযুক্ত নাম হচ্ছে হারিস ও হুমাম। হারিস (حارث) অর্থ, যে কাজ করে। প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু করে, তাই সে হারিস। হুমাম (همام) অর্থ, অনেক ইচ্ছা ও আগ্রহের অধিকারী। এ অর্থে প্রত্যেক মানুষই হুমাম। তাই এ নামদুটি মানুষের জন্য জন্য সবচেয়ে সত্য নাম। -অনুবাদক।

## আপনি কোন স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করতে চান?

একবার হাজরে আসওয়াদের নিকট আব্দুল্লাহ, মুসআব, উরওয়াহ, ইবনে জুবায়ের বিন আওয়াম ও ইবনে উমর রা. একত্রিত হলেন। ইবনে উমর রা. বললেন, 'তোমাদের কার কী আশা?'

আব্দুল্লাহ রা. বললেন, 'আমি খলিফা হতে চাই।'

উরওয়াহ রহ. বললেন, 'আমি চাই মানুষ আমার কাছ থেকে ইলম শিখুক।'

মুসআব রহ. বললেন, 'আমি ইরাকের নেতৃত্ব চাই। আর তালহার মেয়ে আয়িশা ও হুসাইনের মেয়ে সাকিনাহকে বিয়ে করতে চাই।'

অতঃপর ইবনে উমর রা. বললেন, 'আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।'

তারা যে যা কিছুর আশা করেছেন, তা পেয়েছেন। আর আশা করি, ইবনে উমর রা.-কেও আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৬]

যুবকদের উচিত বিশাল কিছু অর্জনের চেষ্টা করা। উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন :

> 'আমার হৃদয় প্রচণ্ড আগ্রহী। দুনিয়ার যে জিনিসই তাকে দেওয়া হয়, সে তার চেয়ে উত্তমটা পেতে চায়। যখন তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জিনিস (খিলাফত) দেওয়া হলো, সে এর চেয়েও শ্রেষ্ঠটি (জান্নাত) পেতে চাইল।'[১৭]

তিনি আরও বলেন :

> 'হায় আকাঙ্ক্ষা, আমার একটি আগ্রহী আত্মা আছে। সে আব্দুল মালিকের মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে বিয়ে করেছি। নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ছিল এবং তা আমি পেয়েছি। খিলাফতের

---

১৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/১৪১
১৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৫/১৩৪

প্রতি আগ্রহী ছিল; আমি তাও পেয়েছি। আর এখন জান্নাতের প্রতি আগ্রহী; আশা করি, ইনশাআল্লাহ সেটাও পাব।'[১৮]

হুসাইন রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وأَشْرَافَهَا، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا

'আল্লাহ তাআলা কর্মের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠটি ভালোবাসেন। এবং নিম্নমানের কাজ অপছন্দ করেন।'[১৯]

বিশিষ্ট মুত্তাকি দুনিয়াবিমুখ শাইখ শাকিক বিন ইবরাহিম আল-বালখি রহ. (তাসাউফের একজন শাইখ) একদা ইবরাহিম বিন আদহামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবরাহিম বিন আদহাম তাকে বললেন, 'আপনার এই অবস্থানে আসার শুরুটা কেমন ছিল?' অর্থাৎ আপনার দুনিয়াবিমুখতা এবং দুনিয়ার্জন পরিহারের কারণ কী ছিল?

শাকিক রহ. : নির্জন এক স্থানে আমি ডানাকাটা একটি পাখি দেখলাম। সুস্থ একটি পাখি তার কাছে নিজের ঠোঁটে করে পোকামাকড় ধরে নিয়ে আসছে তাকে খাওয়াবার জন্য। তখন থেকেই আমি দুনিয়ার্জন বাদ দিয়ে ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলাম।

ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. : আপনি সুস্থ পাখির ন্যায় হলেন না কেন, যে অসুস্থ পাখিটিকে আহার করায়? যেন আপনি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন! আপনি কি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদিস শোনেননি? الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى 'দানকারীর হাত গ্রহণকারীর হাত অপেক্ষা উত্তম।'[২০]

একজন মুমিনের নিদর্শন হচ্ছে, যেকোনো বিষয়ে সর্বোত্তমটি কামনা করবে; যেন সে নেককারদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।

.................................

১৮. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ২/৩০১

১৯. তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুল কাবির : ২৮৯৪

২০. সহিহুল বুখারি : ১৪২৮

তখন শাকিক রহ. ইবরাহিম রহ.-এর হাত নিজের হাতে নিলেন। হাতে চুম্বন করে বললেন, 'হে আবু ইসহাক! আপনিই আমাদের উস্তাজ।'[২১]

একজন মুসলিম যতক্ষণ না তার কর্মের লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে, ততক্ষণ সে পরিতুষ্ট হয় না। যদি সে ছাত্র হয়, তবে সবাইকে অতিক্রম করা ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না। আর যদি পিতা হয়, তবে সন্তান প্রতিপালনে কোনো ত্রুটি করে না। চেষ্টা করে যেন সন্তানরা অন্যদের জন্য আদর্শ হতে পারে। আল্লাহর দিকে পূর্ণ প্রত্যাবর্তনকারীদের দুআ বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا '(যারা দুআ করে এ বলে) আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।'[২২]

এ হাদিসটিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি লক্ষ করুন—

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ

'যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে (জান্নাত) প্রার্থনা করো, তখন জান্নাতুল ফিরদাওস প্রার্থনা করো। কারণ, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মানের জান্নাত। আমি তার ওপরে রহমানের আরশ দেখেছি। সেখান থেকেই জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়।'[২৩]

পরনির্ভর ব্যক্তি—যার দৃষ্টি কেবল নিচের দিকেই যায়, কখনো ওপরের দিকে তাকিয়েও দেখে না—তার কোনো মূল্য নেই, নেই কোনো সম্মান। সে নিজের উন্নতি কামনা করে না; বরং স্থবির হয়ে রয়। তাকে যারা ছাড়িয়ে গেছে, তাদের নাগাল পেতে চায় না সে। কখনোই তাদের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করে না।

شباب خنع لا خير فيهم * وبورك في الشباب الطامحين

'হীনম্মন্য যুবকদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের মাঝে কল্যাণই কল্যাণ নিহিত থাকে।'

..................................

২১. ফাওয়াতুল ওফাইয়াত : ২/১০৬
২২. সুরা আল-ফুরকান : ৭৩
২৩. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০

মানুষ পাঁচ প্রকার। আপনি কোন প্রকারে?!

الناس خمسة إذا حسبتهم * ففارس يوم الوغى ذو درقة

يجول في ميدانها مبارزاً * إذا رأى صفَّ القتال خرقة

ومحسن ينفق جوداً ماله * جميعه ذهبه وورقة

وعالم يدرس في كتابه * يسرده ورقة فورقة

وحاكم أقام فينا عدله * في قلبه للعالمين شفقة

وعابد يقوم في جنح الدجى * يشكو الجوى من النوى

فهؤلاء خيرهم وغيرهم * لا لحم فيهمو وليسوا مرقة

بل همج من همج متى مشوا * يضيقوا على التَّقيِّ طرقة

'মানুষদের গণনা করলে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত পাবে—

(এক.) যুদ্ধের দিন ঢালধারণকারী ঘোড়সওয়ার। সে যখন যুদ্ধের সারিগুলো বিশৃঙ্খল দেখে, তখন বীর বিক্রমে রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়ায়।

(দুই.) এমন পরোপকারী, যে তার সর্বোত্তম সম্পদ দান করে। তার সোনা-রুপা সবকিছু দান করে।

(তিন.) এমন আলিম, যিনি কিতাবের দরস দেন। তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতে থাকেন।

(চার.) এমন বিচারক, যিনি আমাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার হৃদয়ে জগৎবাসীর প্রতি অনুকম্পা রয়েছে।

(পাঁচ.) অন্ধকার রাতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান আবিদ। যিনি দূরে থেকেও নিজের তীব্র ভালোবাসা ব্যক্ত করছেন আল্লাহর কাছে।

মানুষের মাঝে এ পাঁচ প্রকারই শ্রেষ্ঠ। অন্যদের মাঝে তো উদ্যম নেই যে, তারা সামনে বাড়বে। তাই তারা এদের সামনে কিছুই

নয়। বরং তারা স্রেফ উচ্ছৃঙ্খল মানুষজন। যখন এরা পথ চলে, তখন মুত্তাকিদের জন্য সে পথ আর চলার মতো থাকে না।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

'তুমি উটের পালের মতো শত শত মানুষ দেখবে। কিন্তু তাদের মাঝে খুব কষ্টে চড়ার মতো একটি উট খুঁজে পেতে পারো।'[২৪]

হাদিসের মর্মার্থ হলো—সন্তুষ্টকারী গুণসম্পন্ন ও পূর্ণ গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যা খুব কমই পাওয়া যায়; যেমন উটের পালে বাহন অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।[২৫]

لولا المشقّة ساد الناس كلهم * الجود يفقر والإقدام قتال

'নেতা হওয়া যদি কষ্টকর না হতো, তবে সব মানুষই নেতা হতো।

দানশীলতার ঝুঁকি দরিদ্র হওয়া আর অগ্রগামিতার ঝুঁকি যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়া।'

পরিকল্পনা গ্রহণে মনকে আগ্রহী করে তোলার একটি মাধ্যম হলো, এমন বয়স্ক লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, যাদের জীবন কোনো নিদর্শন রেখে যাওয়া ব্যতীতই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা শুধু কয়েকটি সন্তান জন্ম দিয়েছে, এরপর সন্তানগুলো রেখে চলে গেছে—এই যা। এর বেশি কিছু এ লোক চিন্তা করতে পারেনি। জীবনে মহৎ কোনো কাজও করতে পারেনি। যে ব্যক্তি এ নিয়ে চিন্তা করে যে, 'একজন বয়স্ক লোক, যে নিজের জন্য উপকারী কোনো কিছু করেনি; বরং দুনিয়াতে বোঝা হয়ে আছে। দুনিয়া বা আখিরাতে উপকার বয়ে আনবে—এমন কিছু করার পরিকল্পনার প্রতি সে আগ্রহী ছিল না কখনো। একদিন নিজের শেষ সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা

২৪. সহিহু মুসলিম : ২৫৪৭
২৫. তুহফাতুল আহওয়াজি : ৮/১৪১

গ্রহণের পর নিজের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি অনুভব করে সে। নিজের জীবনের আর কোনো অর্থই সে খুঁজে পায় না।' কোনো যুবক যখন এ ধরনের লোকদের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করবে, সেও তখন উপলব্ধি করতে পারবে যে, তার অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখা দরকার। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। অন্যথায় সেও অচিরেই এমন অবস্থায় পৌঁছবে, যার থেকে কোনো কল্যাণ বা উপকার আশা করা যাবে না।

إذا كنت لا تُرجَى لدفع ملمَّة * ولا كان للمعروف عندك مطمع

ولا كنت ذا جاه يعاش بجاهه * ولا أنت يوم الحشر فيمن يشفع

فعيشك في الدنيا وموتك واحد * وعود خلال عن وصالك أنفع

'তোমার কাছে যখন কোনো বিপদ হটানোর আশা করা যায় না, কোনো কল্যাণেরও প্রত্যাশা করা যায় না।

তুমি যখন সম্মানিত কেউ নও, যার সাথে সম্মানের সাথে বসবাস করা যায়। কিংবা হাশরের দিনে সুপারিশকারীদেরও কেউ নও তুমি।

তবে তোমার দুনিয়াতে বাঁচা-মরা দুটোই সমান। তোমার থেকে বন্ধুত্বের হাত গুটিয়ে নেওয়াই বেশি লাভজনক।'

## পরিকল্পনার আছে নানান ধরন

সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার একটি নীতি হচ্ছে, যেভাবে তিনি রিজিক, স্বভাব ও আখলাক ভাগ করে দিয়েছেন—সেভাবে তিনি প্রতিভা ও যোগ্যতাকেও সৃষ্টির মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। তাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা দিয়েছেন। ভাষা ও বর্ণের ন্যায় তাদের বিবেক ও বোধশক্তিতেও তাদেরকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ

'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।'[২৬]

আর এই পার্থক্যটা দ্বীনি ও দুনিয়াবি—উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। দ্বীনি বিষয়ে কেউ সালাতের ব্যাপারে অগ্রগামী। কেউ সদাকার ব্যাপারে, কেউ সিয়ামের ব্যাপারে, কেউ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যাপারে অগ্রগামী। কেউ হন আকিদাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বা মুহাদ্দিস অথবা ফকিহ কিংবা মুফাসসির।

কাউকে আগ্রহী করা হয়েছে—অভাবীদের সাহায্য, অসহায়দের সহযোগিতা, মানুষের চিন্তা মুক্তকরণ, ঋণ পরিশোধকরণ, এতিমের খরচ বহন এবং তাদের দেখাশোনা করা, তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রতি। এভাবে সে অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তার আগ্রহের বিষয়ে।

আবার কারও জন্য উন্মোচন করা হয়েছে—মানুষের ব্যাপারে সুপারিশ, সংশোধনে অগ্রগামী হওয়ার মতো কাজকে। ফলে সে কোনো বন্দীকে মুক্ত করতে অবদান রাখে। কারও রক্তের নিরাপত্তা বিধান করে। মন্দকে প্রতিরোধ করে। প্রাপককে তার অধিকার বুঝিয়ে দেয়। বাতিলকে বাধা প্রদান করে। অবিচার বন্ধ করে।

২৬. সুরা আর-রুম : ২২

আর পার্থিব বিষয়ে কেউ চিকিৎসা-বিদ্যায় অগ্রগামী। কেউ আবার প্রকৌশলে কিংবা ব্যবসা, টেকনোলজি, মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

আর কারও কারও রয়েছে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য একটি বিয়ের পরিকল্পনা। আবার কারও ডক্টরেট অর্জনের পরিকল্পনা। কারও থাকে গৃহ নির্মাণের প্ল্যান। তো কারও থাকে গাড়ি কেনার লক্ষ্য। কারও কোনো কোম্পানির চাকরি কিংবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করা বা দাওয়াহ অঙ্গনে কাজ করার আগ্রহ। কারও আবার কোনো ভাষা শিক্ষার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

কিছু পরিকল্পনা আছে, যা বাস্তবায়নে সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন। কখনো এমন পরিকল্পনা সম্পাদনে কয়েক বছর লেগে যায়। যেমন : উচ্চ শিক্ষা, একটি নেককার পরিবার গড়ে তোলা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

আবার কিছু পরিকল্পনা আছে সংক্ষিপ্ত সময়ের, যার সীমাটা দুই-এক বছরের। যেমন : পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার পরিকল্পনা, কোনো ভাষা শিক্ষা করা বা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কোনো দাতব্য কর্মে অংশগ্রহণ, কোনো লেকচার-অনুষ্ঠানের প্রচার-প্রসার, অথবা কোনো বই-পুস্তক, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বা দাওয়াহ উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে কোনো দাওয়াহ কাজে অংশগ্রহণ করা। অথবা একটি সাক্ষাৎ বা আলোচনা সভার আয়োজন। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত পরিকল্পনাতে সাহায্য করা; যেমন : কোনো রোজাদারের ইফতারের ব্যবস্থা করা, অভাবী ও দরিদ্র পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া এবং এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বগ্রহণ করা ইত্যাদি।

কিছু পরিকল্পনা আছে, যা মৌলিক—যার জন্য মনোযোগ ও ঢের সময়ের প্রয়োজন পড়ে। আবার কিছু পরিকল্পনা শাখাগত।

কিছু পরিকল্পনার জন্য মানুষের পুরো সময় ব্যয় করতে হয়। কিছু পরিকল্পনা আছে, যার কয়েকটির মাঝে সমন্বয় করে তা পূর্ণ করা সম্ভব।

কিছু আছে একক পরিকিল্পনা। কিছু আছে সম্মিলিত পরিকল্পনা। তবে সম্মিলিত পরিকল্পনা সফলতার জন্য বেশি উপকারী ও সম্ভাবনাময়।

তাই বলা যায়, পরিকল্পনা অনেক—দাওয়াহসংক্রান্ত, ইলমি, সামাজিক, ব্যবসায়িক, মিডিয়াভিত্তিক ইত্যাদি নানান ধরনের পরিকল্পনাই রয়েছে।

### দাওয়াহ পরিকল্পনা

যেমন : শহরাঞ্চলের পরিবারগুলোকে জমা করে তাদের সামনে (দ্বীনি বিষয়ে) আলোচনা করা; কিছু দাওয়াহ-উপকরণ ক্রয় করে তা বিভিন্ন কর্মশালা, কারখানা ও কোম্পানির অফিসে বিতরণ করা; হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে দাওয়াহর মাধ্যমে আলোকিত করা; ফতোয়া বা দিক-নির্দেশনাসংবলিত কোনো ব্যানার টানিয়ে দেওয়া; দাওয়াতি চিঠিপত্র প্রেরণ, মেইলে বার্তা প্রেরণ বা মোবাইল ম্যাসেজিং করা; ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ফোরামে দাওয়াহ কাজের প্রচার-প্রসার করা।

### ইলমি পরিকল্পনা

যেমন : মুসলিমদের জন্য প্রশাসনিক, মানবিক বা চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত কল্যাণকর কোনো প্রবন্ধের অনুবাদ করা; উপকারী বিষয় পাঠ করা; কোনো আলোচনা বা দরস সাজানো; গ্রন্থ রচনা করা; হাদিস মুখস্থ করা; সহায়ক কিছু শিক্ষা করা যেমন : বিভিন্ন ভাষা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন—এসবের যা কিছু বাস্তবায়ন ও অনুশীলন সম্ভব, তা অনুশীলন করা।

### ইবাদতকেন্দ্রিক পরিকল্পনা

যেমন : বিশর বিন হারিস রহ.-এর অজিফা ছিল দৈনিক কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করা। উরওয়াহ বিন জুবাইর দেখে দেখে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠ করতেন। রাতের বেলা কিয়ামে তা তিলাওয়াত করতেন। যে রাতে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল, কেবল সে রাতে তাঁর এ আমল ছুটে যায়। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. প্রতি রাতে এক-সপ্তমাংশ পাঠ করতেন। এভাবে প্রতি সাত রাতে এক খতম দিতেন।

### সামাজিক প্রকল্প

যেমন : বিবাহ-শাদি করানো, হাসপাতালে রোগীদের দেখতে যাওয়া ও তাদের সহযোগিতা করা, দরিদ্র পরিবারের দায়ভার গ্রহণ করা। আলি

বিন হুসাইন জাইনুল আবিদিন রহ. রাতের আঁধারে পিঠে করে খাদ্য বহন করে মিসকিনদের অনুসন্ধানে বের হয়ে যেতেন। মদিনায় কিছু লোক ছিল যারা জানত না তাদের খাদ্য কোথা হতে আসে। যখন আলি বিন হুসাইন মারা গেলেন, তখন তাদের কাছে রাতের খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর পিঠে অনেকগুলো চিহ্ন দেখা গেল, যা রাতের বেলা বিধবা মহিলাদের ঘরে খাবার বহনের কারণে হয়েছিল।[২৭]

**ব্যবসায়িক প্রকল্প**

যেমন : ছোট কোনো দোকান দিয়ে শুরু করা। এক লোক গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ ও গাড়ি পরিস্কার করার কাজ নিয়ে ছোট একটি ব্যবসা চালু করল। পরবর্তীকালে তা বিশ বছরেরও কম সময়ে এত বড় এক কোম্পানিতে পরিণত হলো, যার একত্রিশটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। তাদের বর্ধনশীল মূলধনের পরিমাণ শত শত মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে; বরং সম্ভবত বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়।

অনেক প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট একটি প্রকল্প ছিল। যেমন : গুগল সার্চ ইঞ্জিন। মুদ্রা পরিবহন ব্যবসা প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছিল। পরে সেটা বিশাল হুন্ডি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। ছোট একটি হোটেল থেকে অনেকগুলো হোটেলের স্বতন্ত্র একটি হোটেল-প্রতিষ্ঠানে রূপ পেয়েছে।

**উন্নয়ন প্রকল্প**

কোনো পেশার কারিগরি দিকগুলো শেখা ও শিল্প ইত্যাদি শেখা।

**মিডিয়া প্রকল্প**

যেমন : কোনো চ্যানেল কিংবা ওয়েবসাইট গড়ে তোলা অথবা কোনো ম্যাগাজিন বের করা।

২৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৩৯৩

# প্রত্যেক যুবকই এক একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম

প্রত্যেক মুসলিমের মাঝেই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের মাঝেই এমন কিছু উদ্ভাবনী প্রতিভা রয়েছে, যা তাকে বড় করে তোলে। এ যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো উচিত; যেন মুসলিমরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থে জীবনযাপন করে, তার জীবন ছোট ও তুচ্ছতায় কাটে। এভাবেই একদিন সে মারা যায়। আর যে উম্মাহর জন্য বাঁচার চেষ্টা করে, সে মহান হয়ে বেঁচে থাকে এবং মহান হয়েই মৃত্যুবরণ করে।

আর যার কাছে নিজের কোনো শক্তি ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট নয়, সে যেন কোনো শক্তি ও বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ করে তা অর্জন করে নেয়। তার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করে। এমন কোনো মানুষ নেই যে, তার নির্দিষ্ট কোনো স্বতন্ত্র প্রতিভা বা শক্তি থাকে না।

পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক মানুষই এক একজন প্রতিভাবান, এক একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উসামা বিন জাইদ রা. এমন একটি সেনাবাহিনীকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে বড় বড় সাহাবিগণ উপস্থিত ছিলেন। অথচ তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি।[২৮]

আফরার দুই ছেলে মুআজ ও মুআওবিজ রা.। এই উম্মাহর ফিরাউন আবু জাহিলকে হত্যার জন্য তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন। উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাকে তলোয়ারে আঘাত করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যাও করে দেন।[২৯]

ইবনে আব্বাস রা.। কুরআনের ভাষ্যকার। অল্প বয়সেই দ্বীনি ইলম ও কুরআনের আয়াত বোঝা ও মুখস্থের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রে পরিণত হয়েছেন।

---

২৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ৬/২০৪

২৯. সহিহুল বুখারি : ৪০২০, সহিহু মুসলিম : ১৮০০

ইমাম শাফিয়ি র. বলেন, 'আমি সাত বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছি। মুয়াত্তা মুখস্থ করেছি দশ বছর বয়সে।'[৩০]

অনেক মানুষই জানে না যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কী কী নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। আপনি যদি তাকে বলেন, তুমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার একটি পরিকল্পনা করো অথবা ইলমি কোনো বিষয় মুখস্থের পরিকল্পনা করো। তবে সে বলবে, 'আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। বোধশক্তি আমার সীমাবদ্ধ। আমি মুখস্থ করতে পারি না।' এমনটা বলার কারণ হলো, সে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। যদি করত, তবে এ বিষয়ে তার মূর্খতা প্রকাশ পেয়ে যেত—সে ভুল প্রমাণিত হতো।
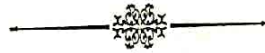
৩০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৯/৭

# প্রতিভা বিকাশে কিছু নির্দেশনা

একটি শিশুর প্রতিভা ও যোগ্যতা কোন খেলনার প্রতি তার আগ্রহ বিদ্যমান, এর মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব। বর্তমানে ম্যাকানিক খেলনা রয়েছে। আঁকাজোকা করা, রং করার খেলনা রয়েছে। মিলানো, খোলা-যুক্ত করাসহ ইত্যাদি হরেক রকমের খেলনা রয়েছে।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন :

'একটি শিশুর শিশুকালের অবস্থার ওপর, যে কাজের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে, গঠন করে...তার বিপরীত কিছু তাকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।... কারণ, সে যে জিনিসের জন্য প্রস্তুত নয় সেটা তার ওপর চাপিয়ে দিলে তাতে সে সফল হবে না; বরং যার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, তা ছুটে যাবে।

যখন দেখা যাবে যে, তার বোধশক্তি ভালো, বুঝশক্তি পরিষ্কার, ধীশক্তি প্রখর। তবে এমনটা শিক্ষা অর্জনের জন্য তার সক্ষমতার চিহ্ন প্রকাশ করে। প্রকাশ করে সে ইলম শেখার জন্য প্রস্তুতিসম্পন্ন। তাই তার শূন্য হৃদয়ের ফলকে যেন ইলমের ভালোবাসা এঁকে দেওয়া হয়—তাহলে তা হৃদয়ে বসে যাবে এবং স্থির হয়ে যাবে। সাথে সাথে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কিন্তু যদি সবদিক থেকেই এর বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। সে অশ্বারোহণ ও তার আসবাব, নিক্ষেপণ যন্ত্র ও বর্শা নিয়ে খেলা করে; ইলমের প্রতি তার কোনো আগ্রহ দৃষ্টিগোচর না হয়; নিজেকে এ জন্য গড়ে না তোলে—তবে তার জন্য অশ্বারোহণ ও তার অনুশীলন সহজলভ্য করে দিতে হবে। কারণ, এটি তার জন্য ও মুসলিমদের জন্য বেশি কল্যাণকর।

যদি তার আগ্রহ বিপরীত পরিলক্ষিত হয়। সে নিজেকে এ জন্য প্রস্তুত না করে; বরং তার দৃষ্টি থাকে কোনো কারিগরি পেশার প্রতি; এ জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করে, এর প্রতি আগ্রহ দেখায়—আর পেশাটাও যেহেতু উপকারী ও মুবাহ—তবে তার জন্য সেই সুযোগ করে দেওয়া উচিত।'[৩১]

মুসলিম উলামাগণ প্রতিভা ও শক্তির উদ্ভাবন করতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যখন কেউ নির্দিষ্ট কোনো যোগ্যতা নিয়ে

..................................

৩১. তুহফাতুল মাওদুদ বিআহকামিল মাওলুদ : ২৪৩-২৪৪

উপস্থিত হতো, তখন তার সে যোগ্যতাকে তিনি সরাসরি কাজে লাগিয়ে দিতেন। আবু মাহজুরাহ রা. ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগে গায়ক ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আওয়াজ শুনে বললেন :

اِذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

'তুমি গিয়ে বাইতুল হারামের নিকট আজান দাও।'[৩২]

সুফইয়ান সাওরি রহ. ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রহ.-এর দুচোখে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা দেখবে যে, এই লোকটি মহান হবে। মর্যাদাবান না হয়ে সে ইনতিকাল করবে না।'[৩৩]

ইমাম আবু হানিফা রহ. আবু ইউসুফ রহ.-এর মাঝে এবং মালিক রহ. শাফিয়ি রহ.-এর মাঝে তাদের মর্যাদাকর হওয়ার ব্যাপারটি নিরীক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, 'যখন তিনি আমার কথা শুনলেন, তখন কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ইমাম মালিক রহ. ফিরাসাহ[৩৪]-সমৃদ্ধ ছিলেন। নিরীক্ষণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার নাম কি?" আমি বললাম, "মুহাম্মাদ।" তিনি বললেন, "হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করো। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় অচিরেই তুমি বিশাল মর্যাদার অধিকারী হবে।"'[৩৫]

আমি পাঁচ বছর বয়সী একটি শিশু পেলাম। সে কুরআন হিফজ করেছে। আমি তাকে পরীক্ষা করলাম আর অভিভূত হলাম, সে ঠিক ঠিক কুরআনের আয়াতগুলো স্থান-সহ বলে দিচ্ছে! আমি তার পিতাকে তার মুখস্থ-পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'যখন ছেলেটির বয়স দুবছর। তখন তিনি ছোট একটি রুমে অনেকগুলো খেলনা রাখলেন। সেখানে একটি টেপরেকর্ডার চালু করে রাখতেন। সব সময় তাতে কুরআন তিলাওয়াত চলত। অবশেষে যখন ছেলেটি তিন বছর অতিক্রম করল, তখন হিফজ শুরু করে দিল। পাঁচ বৎসর বয়সে হিফজ সম্পন্ন করল।

.................................

৩২. সুনানুন নাসায়ি : ৬৩৩; হাদিসটি সহিহ।
৩৩. তারিখু দিমাশক : ৬২/৬৯
৩৪. ইলমুল ফিরাসাহ। মুখ, হাবভাব, চালচলন ইত্যাদি দেখে কারও চরিত্র নির্ণয় করতে পারার বিদ্যা। ইংরেজিতে একে Physiognomy বলে। - অনুবাদক।
৩৫. তারিখু দিমাশক : ৫১/২৮৬

নিশ্চয় মানুষ অনেক যোগ্যতার অধিকারী। এই শিশুটির মুখস্থশক্তি ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তারবিয়াত, পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ, লক্ষ্য স্থির করা ব্যতীত তার হয়তো হিফজ সম্পন্ন করা হতো না। সে এই অঙ্গনের প্রতিভাবান কেউ হতো না। কিন্তু তার পিতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা তাকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

অথচ সাধারণভাবে যদি কেউ তাকে হিফজের জন্য বলত, তবে সে বলত, 'আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। আমার বোধশক্তি কম। আমি করতে পারব না। আমাকে দিয়ে হবে না।' তাহলে হয়তো সে কখনোই পারত না। তাই সূচনাটাই ঠিক মতো হওয়া উচিত।

কতক মানুষ নিজেদের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে। কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকার ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে। কখনো কখনো প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা ছোট হয়। কিন্তু সে এ ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অনেক বিশাল করে দেখে। কখনো বাধা ঠিকই থাকে। চাইলে সে একে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সে তা অতিক্রম করতে চায় না। এ ক্ষেত্রে আমি বলব, তোমার কাছে যদি কোনো পরিকল্পনা থাকে। যদি তুমি তা করতে সক্ষম না হও, তবে তা অন্যকে দাও। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কতিপয় নফল আমলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেননি যে—

تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ

> 'কোনো কারিগরকে কর্মে সাহায্য করবে। অথবা কোনো অনিপুণের জন্য তৈরি করবে।'[৩৬]

অর্থাৎ কাজটি করতে সক্ষম—এমন কোনো কারিগরকে সাহায্য করো। অথবা এমন কোনো নির্বোধের জন্য নিজেই তৈরি করো, যে সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারে না; অথবা এমনই অক্ষম যে, একেবারে তৈরি করতেই পারবে না, তুমি তার জন্য তৈরি করে দাও।

.................................

৩৬. সহিহুল বুখারি : ২৫১৮, সহিহু মুসলিম : ৮৪

# পরিকল্পনা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে

পরিকল্পনা যে ভিত্তিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভিত্তি হলো :

**প্রথমত, পরিকল্পনা নির্ধারণ করা**

যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য দরকার পড়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়ার।

পরিকল্পনাগুলোর কোন পরিকল্পনাটি সর্বোত্তম?

তার মাঝে কোনটি সম্পাদন করা সম্ভব আর কোনটি সম্পাদন করা সম্ভব নয়?

কোন পরিকল্পনাটির প্রতি উম্মাহ মুখাপেক্ষী? কোন পরিকল্পনাটি উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

পরিকল্পনাকারীকে চূড়ান্ত পরিকল্পনা নির্ধারণের পূর্বে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হবে।

**দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রস্তুতি ও রূপরেখা তৈরি করা**

এ পর্যায়ে ব্যাপক একটি অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। আবশ্যকীয় উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, কাজের নকশা ও আবশ্যকীয় সম্ভাবনাসমূহও বের করতে হবে।

**তৃতীয়ত, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

পরিকল্পনা নির্ধারণ ও তার নকশা তৈরির পর তা বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

**চতুর্থত, পরিকল্পনার মূল্যায়ন**

কখনো কখনো প্রকল্পটি বহিরাগত অনেক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। কখনো বাস্তবায়নকালীন বা বাস্তবায়নের পর পরিকল্পনার মাঝে উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই চূড়ান্ত ফলাফলকে তার পূর্বের ফলাফলের সাথে মিলিয়ে দেখা জরুরি। যেন জানা যায় যে, পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে কি হয়নি।

## কীভাবে আপনার পরিকল্পনা শুরু করবেন?

কখনো পরিকল্পনা নির্ধারিত হয় অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর। আবার কখনো কখনো স্রেফ প্রস্তাব বা পরামর্শের মাধ্যমেও হয়ে যায়। ইমাম বুখারি রহ. বলেন, 'আমি ইসহাক বিন রাহওয়াইহ-এর নিকট ছিলাম। তখন আমাদের কিছু সাথি বললেন, 'যদি তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসগুলো নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করতে!' তাদের এই কথাটি আমার হৃদয়ে বসে গেল। এরপর আমি এ গ্রন্থটি (সহিহুল বুখারি) সংকলন করতে শুরু করলাম।'[৩৭]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর 'আর-রিসালাহ'—এ গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে আব্দুর রহমান বিন মাহদির ইচ্ছা অনুযায়ী।

ইমাম শাওকানি রহ. 'নাইলুল আওতার শারহু মুনতাকাল আখবার' গ্রন্থটি তাঁর এক শাইখের পরামর্শে লিখেছেন।

কখনো স্রেফ উৎসাহব্যঞ্জক একটি বাক্যই পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট। যেমন : ইমাম জাহাবি রহ.। যিনি হাদিসের একজন মহান ইমাম ছিলেন। কীভাবে গড়ে উঠল তাঁর হাদিসে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পরিকল্পনা? তিনি তাঁর শাইখ আলামুদ্দিন আল-বারজালি রহ. সম্পর্কে বলেন, 'শাইখ ইলমুদ্দিন সেই ব্যক্তি, যিনি আমার হৃদয়ে হাদিস অন্বেষণের ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি আমার লেখা দেখে বললেন, "তোমার লেখা তো মুহাদ্দিসদের লেখার মতো।" তাঁর এই কথা আমার হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।'[৩৮]

মুহাম্মাদ বিন আওফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবীন বয়সে একদা আমি বল নিয়ে খেলছিলাম। বলটি গিয়ে আল-মুআফি বিন ইমরান আল-হিমসির সামনে পড়ল। বলটি নিতে তাঁর কাছে গেলাম।

---

৩৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১২/৪০১

৩৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৩৬

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কার ছেলে?"

আমি বললাম, "আওফ বিন সুফইয়ানের ছেলে।"

তিনি বললেন, "আরে! তোমার পিতা তো আমার সাথি ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে বসে হাদিস লিখতেন, ইলম শিখতেন। তোমার উচিত তোমার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করা।"

এরপর আমি আমার মায়ের কাছে গেলাম। তাকে এই ঘটনা শোনালাম। মা বললেন, "ঘটনা সত্য। তিনি তোমার পিতার বন্ধু।"

মা আমাকে একটি লুঙ্গি ও কাপড় পরিয়ে দিলেন। আমি আল-মুআফির নিকট চলে এলাম। সাথে দোয়াত-কলম আর কাগজ নিয়ে আসলাম। তখন তিনি বললেন, "লেখো, ইসমাইল বিন আইয়াশ বর্ণনা করেন আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান থেকে, তিনি বলেন, একটি ফলকে উম্মে দারদা আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন—"তোমরা ছোট বয়সে ইলম শেখো। বড় হয়ে সে ইলম মানুষকে শেখাবে। প্রত্যেক কৃষক সে ফসলই ঘরে তুলবে, যা সে চাষ করেছে।""

এই ঘটনার ফলাফল কী ছিল?

এ বালক মহান এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। যার ব্যাপারে ইমাম জাহাবি রহ. বলেন, 'ইমাম, হাফিজ, মুজাওবিদ[৩৯], হিমসের মুহাদ্দিস, জাফর আত-তায়ি আল-হিমসি।'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, 'চল্লিশ বছর যাবৎ শামে মুহাম্মাদ বিন আওফের দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ ছিল না।'[৪০]

অনেক সময় আপনি আপনার চেয়ে মর্যাদায় কম লোকদের থেকেও বুদ্ধি পাবেন। সেটাকে তুচ্ছ মনে করবেন না; যদিও সে বুদ্ধি একটি প্রাণী বা কীট থেকেই আসুক না কেন।

৩৯. কিরাআত ও তাজবিদ-শাস্ত্রজ্ঞ

৪০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১২/৬১৩-৬১৫

সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখির সংবাদের ভিত্তিতে বিরাট একটি দাওয়াহ-লক্ষ্য বাস্তবায়নের সুযোগ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এরপর সে সুযোগ যথাযথ কাজে লাগিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ সাবার রানি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, কুরআনের ভাষায় যার বর্ণনা—

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'সে বলল, "হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"'[৪১]

নাহুর প্রসিদ্ধ এক ইমাম কাসায়ি রহ.। একটি পিঁপড়া থেকে উপকার গ্রহণ করেছেন। তার জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে—তিনি ইলমে নাহু শিক্ষা শুরু করেন, কিন্তু তার কাছে এটি কঠিন মনে হলো। তাই ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। একদিন তিনি শুয়ে ছিলেন। দেখলেন একটি পিঁপড়া খাদ্য নিয়ে দেওয়ালে উঠতে চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবারই কিছুটা উঠে পড়ে যাচ্ছে। এভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সে এক সময় উঠে গেল। তিনি এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। পূর্ণোদ্যমে ইলমে নাহুর পেছনে চেষ্টায় রত থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নাহুর একজন ইমামে পরিণত হলেন।

অথবা নিজের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা থেকে পরিকল্পনার বুদ্ধি আসে :

- ইবনে হাজিম রহ.। 'মুহাল্লা' কিতাবের সংকলক। ফিকহের ক্ষেত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর ফিকহ শেখার কারণ ছিল একটি জানাজা। একদিন তিনি এক জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করলেন তিনি। কোনো নামাজ না পড়েই বসে গেলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, 'দাঁড়াও এবং দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামাজ পড়ো।' তখন তাঁর বয়স ২৬ বছর।

.................................

৪১. সুরা আন-নামল : ৪৪

তিনি বলেন, 'আমি দাঁড়ালাম দুই রাকআত নামাজ পড়লাম। এরপর যখন জানাজার নামাজ শেষ করে মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ পড়া শুরু করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, "বসো, বসো, এখন নামাজের সময় নয়।" সময়টা ছিল আসরের পরের।'

তিনি বলেন, 'আমি ফিরে আসলাম। খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার শিক্ষক, যিনি আমার প্রতিপালনের দায়িত্বে ছিলেন—তাকে বললাম, "আমাকে ফকিহ আবু আব্দুল্লাহ বিন দাখুনের বাড়ির ঠিকানা বলে দিন!"'

তিনি বলেন, 'আমি তাঁর বাড়ি চলে গেলাম। ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। আমাকে তিনি মুয়াত্তা মালিকের নির্দেশনা দিলেন। আমি তাঁর নিকট মুয়াত্তা অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। এভাবে তিন বছর যাবৎ তাঁর কাছে এবং অন্যদের কাছে কিতাব অধ্যয়নরত ছিলাম।' সর্বশেষ তিনি বহস করা শুরু করলেন।[৪২]

- ইমাম সিবওয়াহি। নাহুর আরেকজন ইমাম। নাহু-জ্ঞানে তাঁর দৃঢ়তা অর্জনের, ইলমে নাহুর জন্য তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণের শুরুটা হলো এমন—তিনি শুরুতে মুহাদ্দিস ও ফকিহদের সাথি ছিলেন। হাম্মাদ বিন সালামার নিকট তিনি লেখা পেশ করতেন। একদিন তিনি লেখায় কিছু ভাষাগত ভুল করলেন। তাই তাঁর লেখা গ্রহণ করা হয়নি।

তখন তিনি বললেন, 'আমি এই বিষয়ে এত ইলম শিখব যে, আমাকে কখনো বলা হবে না যে, তুমি ভাষাগত ভুল করেছ।'

এরপর তিনি নাহু শিখতে আরম্ভ করলেন। খলিল বিন আহমাদের সাথে লেগে থাকলেন। ফলাফল! আজ পর্যন্ত তিনি নাহুর একজন বড় ইমাম হিসেবে সমাদৃত হচ্ছেন। যদিও তিনি মাত্র বত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।[৪৩]

কখনো আপনার পরিকল্পনাটা অন্যের শুরু করা পরিকল্পনার পূর্ণতা হতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং এটা অন্যের ওপর অনুগ্রহ

.................................

৪২. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৮/১৯৯

৪৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ : ১০/১৭৬

হলো। যেসব পরিকল্পনা একজন শুরু করেছেন, আর অন্যজন পূর্ণতা দান করেছেন, এর একটি চমৎকার উদাহরণ হলো—কুরআন শরিফ একত্র করা। প্রথমে আবু বকর রা. একত্রকরণের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেন। এরপর উসমান রা. এ কাজটি সুসমাপ্ত করলেন।

- ইমাম নববি রহ. 'আল-মাজমু শারহুল মুহাজজাব' সংকলন শুরু করেছেন। এই কিতাবে নিজের ইলম ঢেলে দিয়েছেন। কিতাবটির ব্যাপারে ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা উনাকে কিতাবটি পূর্ণ করার তাওফিক দিতেন, তবে এটি আহকামের ব্যাপারে একটি অদ্বিতীয় কিতাব হতো—যেরকম কিতাব ইতিপূর্বে লেখা হয়নি।' কিন্তু তিনি ইনতিকাল করেন। কিতাবটি অসম্পূর্ণ রেখে যান। বাবুর রিবা (সুদের অধ্যায়) পর্যন্ত সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন তিনি।

তারপর আসলেন তাকিউদ্দিন আস-সুবকি রহ.। বাবুর রিবা থেকে বাবুত তাফলিস[৪৪] পর্যন্ত পূর্ণ করলেন। তারপর অনেক বছর ও যুগ চলে যায়। এরপর আসলেন শাইখ মুহাম্মাদ নজিব আল-মুতিয়ি। তিনি এসে কিতাবটি পূর্ণ করলেন।

- তাফসিরুল জালালাইন : জালালুদ্দিন মহল্লি রহ. সুরা কাহফ থেকে শুরু করে সুরা নাস পর্যন্ত তাফসির লিখলেন। এরপর সুরা ফাতিহার তাফসির শুরু করলেন। এ সুরা পর্যন্ত তাফসির শেষ করার পর ইনতিকাল করেন।

অতঃপর জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. তাফসিরটি পূর্ণতা দান করেন। তিনি জালালুদ্দিন মহল্লির পদ্ধতি অনুসারে সুরা বাকারা থেকে শুরু করে সুরা ইসরার শেষ পর্যন্ত তাফসির সম্পন্ন করলেন।

- 'আজওয়াউল বায়ান ফি ইজাহিল কুরআন বিল কুরআন' সংকলন শুরু করেছেন মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি রহ.। সুরা মুজাদালার শেষ পর্যন্ত তাফসির পূর্ণ করেছিলেন তিনি। তারপর তাঁর ছাত্র শাইখ আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম রহ. এ অনন্য তাফসির গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করলেন।

৪৪. (কাউকে দেওলিয়া ঘোষণা করা অধ্যায়)- অনুবাদক।

- বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় : বাদশাহ নুরুদ্দিন জিংকি রহ.। ক্রুসেডারদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় নিজের হাতে হবে বলে আশা করতেন। তাই বিজয়ের পর মসজিদে আকসায় স্থাপন করবেন বলে বিশাল একটি মিম্বার বানালেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ে তাঁর জিহাদি কার্যক্রম শুরু করলেন। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। রহিমাহুল্লাহ। এরপর আল্লাহ তাআলা কুদসের বিজয় দিলেন তাঁরই এক অনুসারীর হাতে। যাকে আমরা সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নামে জানি। রহিমাহুল্লাহ।

কখনো একটি প্রকল্পে একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে পূর্ণ করে থাকেন। আব্দুর রহমান বিন কাসিম ও তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ-এর প্রকল্প। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ফতোয়া একত্র করতে সংকলনের পরিকল্পনা হাতে নিলেন। শাইখ আব্দুর রহমান বিন কাসিম তাঁর ছেলেকে নিয়ে বিভিন্ন শহর ও দেশ চষে বেড়িয়েছেন। নজদ, মক্কা, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, মিশর ও প্যারিস ইত্যাদি জায়গায় সফর করেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করেছেন। পরিশেষে আমাদেরকে ৩৭ খণ্ডের এই বিশাল কিতাবটি উপহার দিলেন। উপহার দিলেন একটি বিরাট ও মহান কাজ।

কখনো কখনো পরিকল্পনাটি অভ্যন্তরীণ হয়, বাহ্যিক নয়। যেমন : সালমান আল-ফারসি রা.-এর সত্যসন্ধানী সফর। জাইদ বিন আমর বিন নুফাইল। যিনি সিরিয়ায় গমন করেছিলেন সত্য দ্বীনের সন্ধানে। অবশেষে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর একনিষ্ঠ দ্বীন পেলেন সেখানে।

## উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে নীতিমালা ও সতর্কতা

যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি :

### ১. কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের সময় ইবাদতের বিষয়টি ভুলে যাবেন না

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত। তাই কোনো মানুষ যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে আল্লাহ তাআলার বান্দা। তার জন্য আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের বিধানাবলি বাস্তবায়ন আবশ্যক।

আর এ কারণেই প্রতিটি পরিকল্পনা সাজানোর আগে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে, এই পরিকল্পনাটি কি আমাকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বানাবে নাকি দূরবর্তী করবে?

তাই আমরা যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করব, সে সকল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটা কতটুকু ফলপ্রসূ, প্রায়োগিক দিক থেকে কতটা ফলপ্রসূ, সামাজিক দিক থেকে কতটুকু ফলপ্রসূ—এসব ফলাফল যেমন আমরা বিবেচনা করব; তেমনই আখিরাতের দিক থেকে এ পরিকল্পনাটা কতটা ফলপ্রসূ—আমরা কি তা ভেবে দেখব না? একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে—এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এমন একটি পরিকল্পনার পথনির্দেশ করেছেন, যা নিয়ে প্রত্যেক যুবকই চিন্তিত থাকে। আর সেটি হলো বিয়ের বিষয়। বিয়ের বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কনে পছন্দ করার মাপকাঠিটি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। যে বিয়ে করতে চায়, সে এর ওপর আমল করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি বিষয় দেখে। তার সম্পদের কারণে, তার বংশমর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দ্বীনদারির কারণে। অতএব তুমি দ্বীনদার মেয়ে বিবাহ করে সুখী ও সফল হও। (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।'[৪৫]

আমাদের পরিকল্পনায় আমরা অনেকেই ইবাদতের দিকটি সম্পর্কে গাফিল থাকি। কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের সময় এই দিকটি আমাদের স্মৃতিতে অবশ্যই উপস্থিত থাকা চাই। একাধিক প্রকল্পের মাঝে একটির ওপর অন্যটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ও এই বিষয়টি মস্তিষ্কে রাখা চাই। একজন মুসলিমের পার্থিব প্রতিটি কাজে ইবাদতের একটি দিক থাকে। বিয়ের ক্ষেত্রে ইবাদতের দিক হলো, নিজেকে পবিত্র রাখা এবং হারামে লিপ্ত না হওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ 'তোমাদের কারও (স্ত্রীর সাথে) সহবাসেও রয়েছে সদাকার সাওয়াব।'[৪৬]

যে ব্যক্তি কোনো অর্থনৈতিক প্রকল্প নিয়ে চিন্তা করে, সেও এর মাধ্যমে ইবাদতের নিয়ত করতে পারে। যেমন কেউ কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করল। তার উদ্দেশ্য হলো, যেন এর মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। এর মাধ্যমে যেন তার হালাল রুজির ব্যবস্থা হয়। হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকতে পারে। তো এটাই ইবাদতের দিক।

আর যিনি মিডিয়া-প্রকল্প গ্রহণ করবেন। যেমন : সাংবাদিকতা, কোনো চ্যানেল গড়ে তোলা অথবা কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকবে, মানুষকে প্রকৃত তথ্য ও বাস্তবতা অবহিত করা; ভালো কিছুর প্রচার এবং মন্দ প্রতিরোধ করা। আর এটাই তার মিডিয়া-প্রকল্পের ইবাদতের দিক।

আর যার সামাজিক কোনো প্রকল্পের ইচ্ছা। যেমন : এতিম সন্তানদের জন্য কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান খোলা। অথবা পারিবারিক কোনো সমাবেশ-স্থল চালু করা। কিংবা বিনোদন অথবা অনুষ্ঠানের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করা।

---

৪৫. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০, সহিহু মুসলিম : ১৪৬৬
৪৬. সহিহু মুসলিম : ১০০৬

অথবা এ ধরনের অন্য কোনো সামাজিক প্রকল্প চালু করা। তবে তার এ পরিকল্পনারও ইবাদতগত দিক রয়েছে।

বলা যায়, আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনারই একটি ইবাদতগত দিক রয়েছে। চাই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ দ্বীনি বিষয়ে হোক বা স্রেফ পার্থিব বিষয়েই হোক। মানুষ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার বান্দা। সবকিছুতেই সে আল্লাহর বন্দেগি ও দাসত্বের মর্ম ফুটিয়ে তুলবে।

**২. সক্ষমতা ও সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ রাখা। সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা নির্ধারণ করা**

এ নীতিটি খেয়াল রাখলে পরিকল্পনাটি সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে বিশাল আকার ধারণ করবে না। তাই গৃহীত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি না, তা ভেবে দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি একটি বাণিজ্যিক প্রকল্প চালু করতে চাই, তবে আমাদের অর্থের পরিমাণের দিকে তাকাতে হবে। এ বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট অর্থের জোগান থাকতে হবে। এরপর এ অর্থের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কাজের পরিধি নির্ধারিত হবে।

অথবা মনে করুন, আপনি একটি চাকরির আবেদন করতে চাচ্ছেন। সে জন্য আপনাকে প্রথমে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আপনার অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ করতে হবে। এর ভিত্তিতেই কাজের ডিপার্মেন্ট ও পদ নির্ধারিত হবে। তাই আপনাকে এর ওপর ভিত্তি করেই চাকরির জন্য আবেদন করতে হবে।

অনেক সময় এমন হয় যে, আপনি নিজের জন্য কিছু নির্ধারণ করে নিলেন। যেমন : দৈনিক কুরআনের পারার এক-চতুর্থাংশ মুখস্থের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু আপনার মুখস্থ-শক্তি চার লাইনও অতিক্রম করে না। অথবা মনে করুন, আপনি দশটি স্থান ভ্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন। কিন্তু দুটি ভ্রমণের জন্যও যথেষ্ট অর্থ আপনার নেই! তাই পরিকল্পনার সময় সামর্থ্য ও সম্ভাবনার দিকটি মনে রাখতে হবে।

বিপরীতে কোনো কিছু বৃথা নষ্ট করা থেকে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। যখন বড় ও শক্তিশালী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব, তখন উপকরণ

ও উপস্থিত সক্ষমতাকে নিশ্চল করে রাখা যাবে না। একেবারেই ছোট কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন : আমরা কারও কাছ থেকে প্রতিদিন পনেরো মিনিট কুরআন তিলাওয়াত কামনা করলাম; অথচ এর চেয়েও বেশি সামর্থ্য আছে তার।

তাই আকাশকুসুম পরিকল্পনা বা সক্ষমতার চেয়েও নিম্নমানের পরিকল্পনা—উভয়টিই সময় বিনষ্ট করা ও শক্তি অপচয় করার অন্তর্ভুক্ত।

যে পরিকল্পনা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়, সেটিই হলো উপযুক্ত পরিকল্পনা। যা ব্যক্তির কাছে থাকা উপকরণ কাজে লাগাতে সাহায্য করে, সেটিই উপযুক্ত পরিকল্পনা। যার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

'সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করো।'[৪৭]

অর্থাৎ তোমরা যে কাজ সব সময় অবিচলতার সাথে করতে পারবে, তার দায়িত্ব গ্রহণ করো। কখনো করবে, কখনো করবে না—এমনটা যেন না হয়।[৪৮]

খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদি রহ. বলেন, 'আমার কাছে এক লোক ছন্দশাস্ত্র শেখার জন্য বারবার আসা-যাওয়া করতে লাগল। অথচ সে ছিল দুর্বল মেধার। কিছু কাল আমার কাছে থেকেও কিছুই সে মনে বসাতে পারল না। একদিন আমি তাকে বললাম, 'এই কবিতাটি বিশ্লেষণ করো!'

إذا لم تستطع شيئا فدعه * وجاوزه إلى ما تستطيع

"যখন কোনো বিষয়ে তোমার সামর্থ্য নেই, তা ছেড়ে দাও এবং এড়িয়ে চলো। আর যা করতে সক্ষম তা করো।"

৪৭. সহিহুল বুখারি : ৬৪৬৫
৪৮. হাশিয়াতুস সিনদি আলান নাসায়ি : ২/২৪৭-২৪৮

এরপর সে আমার সাথে তার জ্ঞানমাফিক ছন্দ নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করল। অতঃপর উঠে চলে গেল। আর কখনো সে আমার কাছে আসেনি। কবিতার এ দুছত্র দিয়ে আমি তাকে মূলত বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য বলেছিলাম। আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম তার দুর্বল বোধশক্তি সত্ত্বেও আমি কবিতা দিয়ে যা উদ্দেশ্য নিয়েছি, তা সে বুঝতে পেরেছে।'[৪৯]

### ৩. নিজের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা জেনে নিন

পরিকল্পনা অনেক ধরনের হয়। বিভিন্ন প্রকারের হয়। সুতরাং আপনি নিজের উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

'তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট।'[৫০]

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

'আর প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যে দিকে সে মুখ করে (ইবাদত করে)।'[৫১]

নেক নিয়তের সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওফিক ও সাহায্য কামনার পর উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং ব্যক্তির নিজের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সফলতা অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কোনো ব্যক্তি নিজের উপযোগী বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সব বিষয়ে দক্ষ হওয়া জরুরি নয়। ইউসুফ আ. নেতৃত্বের ব্যাপারে নিজের সক্ষমতার কথা জানতেন; তাই তিনি তা চেয়েছেন।

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

৪৯. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ২/২৪৭-২৪৮
৫০. সুরা আল-বাকারা : ৬০
৫১. সুরা আল-বাকারা : ১৪৮

'সে (ইউসুফ) বলল, "আমাকে দেশের ধনভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।"'[৫২]

অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জার রা.-কে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিদের প্রতি লক্ষ করুন! তাঁরা একজন অপরজন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তারা কেউ কেউ ছিলেন জিহাদের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান। কেউ ছিলেন ইলমে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কেউ আবার বিশেষ কোনো শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। কেউ দান ও বদান্যতায় ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এভাবে প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

### ৪. আপনি যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন, তার জন্য নির্ধারিত সময়টি যথেষ্ট হওয়া

কেননা, ভালো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো, কাজটি পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট সময় না রাখা। যেমন : কেউ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর এক বছরের ভেতর চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সার্টিফিকেট অর্জন করতে চাইল। অথচ এত কম সময়ে এটি অর্জন করা সম্ভব নয়।

আর যে প্রকল্পটি কম সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব, সেখানে অধিক সময় ব্যয় করাও ব্যর্থতা। যেমন : কারও জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের ভেতর বের হওয়া সম্ভব। কিন্তু সে অলসতা করে, দীর্ঘসূত্রতা করে করে সময় পার করল, দেরি করতে থাকল। অবশেষে তার এই কোর্সটি আট বছরে বাস্তবায়ন সম্ভব হলো! বিয়ের জন্য যে দশ বছর যাবৎ অপেক্ষা করে, তার বিষয়টিও একই রকম।

এখানে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছে সময় বিনষ্টের ক্ষতি। এটা এমন ক্ষতি যার কোনো মাশুল হয় না। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের নিকট সময়ের এমনই মূল্য, যার সামনে সম্পদ ও টাকার মূল্য তুচ্ছ।

..............................

৫২. সুরা ইউসুফ : ৫৫

## ৫. আপনি যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শরয়িভাবে বৈধ হতে হবে

শরয়িভাবে সম্ভব এমন প্রকল্প অনেক আছে। অক্ষমদের ওপরই শুধু জীবন সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। মাছের পেটে থেকেও ইউনুস আ. অকর্মণ্য থাকেননি। তিনি সেখানেও তাসবিহ পাঠে রত ছিলেন। কিছু পরিকল্পনা আছে, যা বাস্তবায়ন ও পূর্ণতা দান করার প্রতি আগ্রহী হওয়া বৈধ। আবার কিছু আছে, যার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা বা তা নিয়ে চিন্তা করা বৈধ নয়। সম্পদ উপার্জনে চেষ্টা করা, জীবন উপভোগ ও সৎ পথে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে আর্থিক উন্নতি সাধন করা বৈধ পন্থায় হতে পারে। যেমন : ব্যবসা, চাষাবাদ, কারিগরি পেশা ইত্যাদি। আবার তা অবৈধ পন্থায়ও হতে পারে। যেমন : ঘুষ, সুদ, ধোঁকা-প্রতারণা, মাদক ও নেশাজাতীয় বস্তু বিক্রয় করা ইত্যাদি। কিন্তু কোথায় মাটি আর কোথায় সুরাইয়া তারকা!

প্রথম জন সম্পদ উপার্জন করেছে হালাল পদ্ধতিতে। এটি তার জন্য দুনিয়ার জিন্দেগিতে সফলতা এবং আখিরাতের জিন্দেগিতে মুক্তির মাধ্যম হবে, যদি সে তা উত্তমভাবে ব্যয় করে থাকে। আর দ্বিতীয় জন সম্পদ উপার্জন করেছে হারাম পদ্ধতিতে। এটা তার জন্য দুনিয়াতে হতভাগ্যতা এবং আখিরাতে কষ্টকর আজাবের কারণ হবে।

আরেকটি উদাহরণ হলো, একজন ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করতে চায়। তাই সে ভালোভাবে পড়াশুনা করে, চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করে। এর ওপর ভরসা করার পর নিজের ব্যাপারে আস্থা রেখে সফল হতে চায়। অন্যদিকে আরেকজন সফল হতে চায়; কিন্তু প্রতারণা, ধোঁকা ও অন্য সাথিদের ওপর ভরসা করে, সাথিদের থেকে দেখে দেখে লেখার পাঁয়তারা আঁটে।

-- *উভয় ব্যক্তি কি একরকম?!*

নিন্দনীয় পরিকল্পনার একটি হলো শিল্পী হতে চাওয়া, অনেকে আবার চায় অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে বা গায়ক হতে।

তাদের কেউ কেউ বলবে, আমি দুনিয়াতে শুধু এই জিনিসটিই চাই যে, আমি সবচেয়ে বড় সুরকারের পুরস্কার গ্রহণ করব; তারপর চলে আসব। এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। তার জীবন-মরণ শুধু এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও এই পরিকল্পনাটি পূর্ণতা দান।

আপনার পরিকল্পনাটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় পরিকল্পনা কখন হবে? তখনই হবে যখন আপনার পরিকল্পনাটি এমন হবে, যার জন্য একজন মুসলিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। হ্যাঁ, সে পরিকল্পনাটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে মহাসফলতা অর্জন করা।

এক লোকের কাছে তার স্ত্রী তালাক চাইল। তেলাপোকা-ঝিঁঝিপোকা নিয়ে সে লোকের বিশেষ গবেষণা ছিল। প্রত্যেক পারিবারিক ভ্রমণে সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু স্ত্রী এটা সহ্য করতে পারছিল না। তাই স্ত্রী তার কাছে তালাক চেয়ে বসল।

### ৬. পরিকল্পনাটি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকতে হবে

পরিকল্পনাতে কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহ থাকতে পারবে না। কারণ, অনির্ধারিত লক্ষ্য বা অস্পষ্ট উদ্দেশ্য উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে অক্ষম করে দেয় এবং ভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

এক পশ্চিমা বলেছিল, 'আমার কাছে ছয়জন বিশ্বস্ত সেবক আছে। তাদের কাছ থেকে আমি আজ যা জানি, তা শিখেছিলাম। সে সেবকদের নাম হলো, কী? কেন? কখন? কীভাবে? কোথায়? কে বা কার?

তুমি পরিকল্পনার মাধ্যমে কী চাও?

কেন তুমি এই পরিকল্পনা করার ইচ্ছা করলে?

কখন তোমার এ পরিকল্পনা শুরু করবে এবং কখন শেষ করবে?

কেমন হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যম ও উপকরণ?

পরিকল্পনাটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে?

কাদের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি এই প্রকল্পে সাহায্য গ্রহণ করবে?

এভাবেই এই প্রশ্নগুলো করতে হবে। কী? কেন? কখন? কোথায়? কীভাবে এবং কে বা কার?

নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে চাইলে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে করতে হবে। কখনো কখনো বিষয়টির জন্য পঠন, দীর্ঘ অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও পরার্মশের প্রয়োজন পড়বে। এরপরই সে স্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে সক্ষম হবে।

যেমন কেউ একটি ভার্সিটি থেকে সনদ নিয়ে বের হবে। কিন্তু সে এখনো তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করেনি। এটাও নির্ধারণ করেনি যে, কোন প্রতিষ্ঠানে সে পাঠদান করবে। কখন থেকে শুরু করবে। এভাবে লক্ষ্য স্থির ও স্পষ্ট না থাকার কারণে তার লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে যাবে।

কেউ নিজের চাকরি পরিবর্তন করতে চাইল এবং সে বিষয়টিকে এখানেই ক্ষান্ত করে দিল। অথবা শুধু সফর করতে চাইল এবং এতটুকুই। নিজের গন্তব্য নির্ধারণ করল না অথবা সফরের মাধ্যমে যে কাজটি করতে চাচ্ছে তার ধরনও নির্ধারণ করল না।

অনেক সময় আপনি বলবেন, আমি পড়ার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু যে কিতাবগুলো পাঠ করবেন, তা নির্ধারণ করলেন না। অথবা বললেন, আমি কোনো সামাজিক বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চাই। কিন্তু আপনার এই সক্রিয় অংশগ্রহণ কোন ক্ষেত্রটিতে হবে, তা নির্ধারণ করলেন না। আপনি কি এতিমের দেখাশুনা করবেন নাকি হিফজখানার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন? না কাউকে কোনো সাহায্যকরণে চেষ্টা করবেন? না অন্য কিছু করবেন?—এমন প্রশ্নের নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নির্ধারণ করলেন না। তবে আপনার পরিকল্পনাটি সফল হবে না।

সুতরাং পরিকল্পনাটি সুস্পষ্ট থাকা আবশ্যক। পরিকল্পনাটি এলোমেলো না হয়ে সুনির্ধারিত থাকতে হবে; যেন বাস্তবায়নে কষ্টকর না হয়ে দাঁড়ায়। নিজের লক্ষ্য স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করতে আপনাকে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করতে হবে। আপনার পরিকল্পনাটি যেন এমন হয় যে, সবকিছু সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আপনার হাতের সামনেই আছে।

### ৭. পরিকল্পনাটি অধিক উপকারী হওয়া ও অন্য পরিকল্পনা থেকে উত্তম হওয়া

কখনো কখনো মানুষ এমন অনেক লক্ষ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, যার সকল পূর্বশর্তও বিদ্যমান আছে, কিন্তু আদৌ তার এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনই নেই। বরং তার প্রয়োজন অন্য কোনো পরিকল্পনা, যা তার জন্য আরও উপকারী হবে। যেমন : কেউ অবকাশের দিনগুলো কাটানোর জন্য একটি বিশ্রামাগার বানাতে চায়। এ সামান্য কয়েকদিনের বিশ্রামের জন্য তো সে এমন কোনো ঘর বানাবে না, যেখানে পুরো বছর কাটানো যায়। বরং এ জন্য বড়জোর সে ছোট একটি তাঁবু খাটাবে।

তেমনই এমন কিছু পরিকল্পনা আছে, যার কোনো উপকারিতা বা ফলাফল নেই। যেমন : ডাকটিকেট কিংবা মুদ্রা সংগ্রহ করা—এমন পরিকল্পনা পরিহার করতে হবে।

আর কিছু আছে বৈধ। যেমন : ফুটবল খেলা, পত্র-পত্রিকা পাঠ করা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করা, ভ্রমণ, বৈধ চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি।

কিছু পরিকল্পনা আছে মুস্তাহাব। যেমন : সাঁতার শেখা ও নিক্ষেপণ বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করা।

কিছু আছে ওয়াজিব পরিকল্পনা। যেমন : বিয়ে করা।

এভাবেই মানুষের জন্য উত্তম ও অনুত্তমের শৃঙ্খলা বজায় রাখা আবশ্যক। যদি উত্তম-অনুত্তমের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়, তবে যেটা বিলম্বের সেটাকে আগে নিয়ে আসা হতে পারে; যেটা আগে আসার কথা সেটাকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

অনেক সময় এমন স্বভাবের মানুষ ছোটো-খাটো তুচ্ছ-নগণ্য কাজে লিপ্ত হয়ে থাকতে পারে। অথচ তার পক্ষে অন্য কাজ করাও সম্ভব ছিল। তার পক্ষে এমন কোনো নিদর্শন স্থাপন করাও সম্ভব ছিল, যার উপকারিতা দুনিয়া ও আখিরাতে সেও পাবে এবং অন্যরাও পাবে। কিন্তু সে ছোট-খাটো তুচ্ছ-নগণ্য কর্মে লিপ্ত!

إذا غامرتَ في أمر مروم * فلا تقنع بما دون النجوم

'যখন তুমি বিশাল কোনো কাজের সাহস করেছ, তখন তার চেয়ে নিম্নের কিছুতে সন্তুষ্ট হয়ো না।'

মানুষের জন্য নিজের পরিকল্পনা নির্ধারণ করা ও তা বাস্তবায়নে প্রবল আগ্রহী হওয়া এবং উচ্চপদ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমাদের জীবন সীমাবদ্ধ এবং সুযোগও বারবার আসে না। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ছোট-খাটো ও তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত রাখে এবং এভাবে জীবন ক্ষয় করতে থাকে, তার স্বরূপ যেন সে নিম্ন ভূমিতে বসবাস করছে। তার পক্ষে সফলতার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়।

উদাহরণত যখন একজন ছাত্র তার উচ্চ মেধার মাধ্যমে উপকৃত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে ভালো ফলাফল অর্জন করে বের হয়। তার কাছে এমন যোগ্যতা থাকে, যা দিয়ে সে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। কিন্তু সে তার মাধ্যমিক শিক্ষার ওপরই সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং ছোট-খাটো কোনো চাকরির সন্ধান করতে লাগল। আর এভাবে সে নিজের যোগ্যতাকে গলা টিপে হত্যা করল। তার সম্ভাবনাগুলোকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দিল। এর কারণ, তার লক্ষ্য ছিল ছোট এবং প্রত্যাশা ছিল সীমিত। তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে উপকারী পরিকল্পনাটি।

**৮. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনের একটি মাধ্যম হলো, নিজের পরিকল্পনা এমন লোকদের থেকে গোপন রাখা, যাদের অবহিত করার কোনো প্রয়োজন নেই**

যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ

'গোপনীয়তা অবলম্বনের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য কামনা করো।'[৫৩]

৫৩. তাবারানি রহ. কৃত আল-মুজামুস সগির : ১১৮৬

যদি কেউ নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করতে অক্ষম হয়, তবে তার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে অন্য কাউকে সে দুষতে পারবে না; বরং এ জন্য সে নিজেই দোষী হবে। গোপনীয়তা রক্ষা না করার কারণে কত পরিকল্পনাই না ভেস্তে গেছে বা তার বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়েছে অথবা চুরি হয়ে গেছে তার কর্মপ্রণালি!

### ৯. দ্রুত সম্পন্ন করা

যদি তুমি কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করে থাকো, তবে দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলো। আর যদি দৃঢ় সংকল্প করে থাকো, তবে অবিচল থাকো। মনে রেখো, যে পেছনের সারিতে পড়ে থাকতে চায়, সে গর্বের পাত্র হয় না। তাই প্রত্যেক মুসলিম যেন নিজের মাঝে ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মাঝে বাধা আসার আগেই সাধ্যমতো নিজের পরিকল্পনা স্থির ও তা বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে নেয়।

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة * فإن فساد الرأي أن تترددا

وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا * فإن فساد العزم أن يتقيدا

'তুমি যদি চিন্তাশীল ব্যক্তি হও, তবে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে যাও। কেননা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে চিন্তাশক্তি বিফলে যায়।

আর যদি তুমি দৃঢ়প্রত্যয়ী হও, তবে দ্রুতই তা বাস্তবায়ন করে নাও। কারণ, দৃঢ় সংকল্প অকার্যকর থাকে বিলম্বের কারণে।'

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تُنْظَرُونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

'সাতটি বিষয় আসার আগেই আমল করে নাও! তোমরা কি প্রতীক্ষায় আছ শুধু আত্মভোলা দারিদ্র্য, অহংকারপূর্ণ ধনাঢ্যতা, সর্বনাশা ব্যাধি, ধ্বংসকারী বার্ধক্য, প্রস্তুত মৃত্যু অথবা দাজ্জালের?

অদৃশ্যের অনিষ্টতা অপেক্ষা করছ অথবা কিয়ামতের? কিয়ামত হচ্ছে অধিক ভয়াবহ ও অধিক তিক্তকর।'[৫৪]

فبادر إذا ما دام في العمر فسحة * وعدلك مقبول وصرفك قيم

وجد وسارع واغتنم زمنَ الصِّبا * ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم

'সুতরাং তুমি কাজের প্রতি ধাবিত হও যতক্ষণ জীবনে সুযোগ আছে;

যতক্ষণ তোমার ইনসাফ গৃহীত হয় এবং তোমার ব্যয় মূল্যমান আছে।

পরিশ্রম-সাধনা করো এবং দ্রুত চলো। শৈশবকে গনিমত মনে করো।

তাহলে সামর্থ্যকালে চেষ্টা দ্রুত ও ফলদায়ক হবে।'

তাই পরিকল্পনা দ্রুত সম্পন্ন করুন। হয়তো উপযুক্ত সময় চলে যাচ্ছে।

### ১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শর্ত হলো একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা

পরিকল্পনাটি যতই ভালো, শরিয়তসম্মত, সম্ভবপর ও নির্ধারিতই হোক না কেন—কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোনো পদ্ধতি না থাকলে, সে পরিকল্পনা কেবল চিন্তা ও আশাই থেকে যায়। চিন্তা ও আশা থেকে এ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই একটি রূপরেখা থাকতে হবে।

এখানে এসে জীবন নিয়ে আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষজন এবং জীবন নিয়ে খেল-তামাশায় মত্ত ব্যক্তিদের পথ আলাদা হয়ে যায়।

দৃঢ় সংকল্পকারীদের লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারিত, যা বাস্তবায়ন ও অর্জনের পেছনে দৃঢ় চিন্তা ও যথাযথ প্রস্তুতি কাজ করে। তারা বাস্তবায়নের কাঠামো ও রূপরেখা প্রস্তুত করে রাখেন। দূর ও নিকটের উপকরণসমূহ তৈরি রাখেন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে কী কী বাধা আছে, তা তারা জেনে নেন। আর কীভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা কেটে উঠা যাবে এবং সেগুলোর ওপর বিজয়ী হওয়া যাবে, সেগুলোর পথ ও পন্থাও তারা বের করে নেন।

---

৫৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩০৬, হাদিসটি হাসান।

আর গড়িমসি ও টালবাহানাকারীদের নিকট অধিকাংশ লক্ষ্যই হয় কেবল খেয়ালিপনাপ্রসূত। আর এ কারণেই আপনি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখবেন না।

উদাহরণত কেউ দুবছরের মধ্যে ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তবে তাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে রূপরেখা তৈরি করতে হবে। যে রূপরেখায় থাকবে—পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত জমিন খুঁজে বের করা, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন তৈরি করা, কন্ট্রাকটরের সাথে চুক্তি করা, প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ক্রয় করা। আর এসবই করতে হবে খুব সূক্ষ্ম পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এবং বিস্তারিতভাবে জেনে জেনে।

এমন পরিকল্পনা ও রূপরেখা নিয়ে আগুয়ান ব্যক্তির মাঝে এবং সে ব্যক্তির মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে, যে বসবাসের জন্য শুধু একটি গৃহ খোঁজে; এরপর আর বেশি কিছু চিন্তা করতে সে রাজি থাকে না।

কেউ যদি একটি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা করে, তবে তাকে অবশ্যই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। তারপর প্রাথমিকভাবে উৎসমূলের ব্যাপারে বিস্তর গবেষণা করতে হবে। এরপর সেই বইয়ের অধ্যায়গুলো—আলোচনা, উদাহরণ, মাসআলার পরিচ্ছেদসমূহ ইত্যাদি প্রণয়নের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে ব্যবসায়িক প্রকল্পের জন্য একটি ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। রূপরেখাটি হবে এমন যে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার জন্য সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। আর এখান থেকে বাস্তবায়ন সম্ভাবনা, বিপদাশঙ্কা ও প্রকল্পের সফলতার সম্ভাবনা কতটুকু—তা সমাধান করতে হবে।

এবং পরবর্তী সময়ে জানতে হবে যে, এই পরিকল্পনায় সফলতার মাধ্যম কী কী। তার ক্ষতি হবার কারণগুলো কী কী। সাথে সাথে এসব আঞ্চলিক মার্কেট ও তার চাহিদার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। এই পর্যায়ে এসে আঞ্চলিক মার্কেট এবং তার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর গবেষণা-কার্যক্রম চালাতে হবে।

দ্বীনি বা দুনিয়াবি যেকোনো পরিকল্পনা-ই বাস্তবায়ন করতে গবেষণা, অধ্যয়ন, পরিকল্পনা, লক্ষ্য স্থির করা ও মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করা এবং একটি রূপরেখা তৈরি করা আবশ্যক। এরপর এগুলোর অনুসরণ করে কাজ বণ্টন করা, উত্তম-অনুত্তম বিবেচনা করা ও উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। এরপর কাজের ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করতে হবে। যার মাধ্যমে পরিকল্পনা ও গবেষণা বাস্তব কাজে রূপ নেবে।

সীমালঙ্ঘনকারীরা নিজেদের তাত্ত্বিক চিন্তা ও পরিকল্পনার মাঝে ডুবে থাকে। এমনকি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে যায়, অনেক সময় বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়—কিন্তু তারা তাদের তাত্ত্বিক পরিকল্পনা ও গবেষণা নিয়েই পড়ে থাকে।

আবার অবহেলাকারীরা উপকরণ সংগ্রহে অবহেলা করে। কার্যক্রম চালানো ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বের পরিকল্পনা-গ্রহণ এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনার স্তরগুলোকে অবহেলা করে। ফলে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার ওপর দাঁড়ায় তাদের এ রূপরেখা।

### ১১. ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমা নির্ধারণ করা

পরিকল্পনার জন্য একটি নিম্ন সীমারেখা ও একটি ঊর্ধ্ব সীমারেখা থাকতে হবে। যেমন : আমাদের কেউ দৈনিক দুই থেকে চার ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত করবে। অথবা সে তার তিন থেকে পাঁচজন সাথি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে। পরিকল্পনার সময় এমন ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

### ১২. পরিকল্পনা তৈরি ও প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন-সময় নির্ধারণ করার পর লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা

মানুষ তার লক্ষ্যপানে ছুটে চলতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়। এ সকল বাধা তার পরিকল্পনাটি ভালোভাবে ঠিক করে নিতে উৎসাহিত করে। আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি স্তরে ছোট ছোট লক্ষ্য অর্জনের প্রতি দৃষ্টি দিতে আহ্বান করে।

## ১৩. পরিকল্পনা পূর্ণ করতে অনড় থাকতে হবে

আপনি দৃঢ় হোন এবং সফলতা অর্জনের জন্য বাধা-বিপত্তির মোকাবেলা করে অবিরাম পথ চলুন। এমনকি যদিও আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বিশাল কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন; তবুও এখন পথ চলতে থাকুন।

وإذا ألحَّ عليك خطبٌ لا تهن* واضرب على الإلحاح بالإلحاح

'যদি কোনো অঘটন তোমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তবে তুমি হীনবল হয়ো না। বরং চাপকে চাপের মাধ্যমে প্রতিহত করো।'

শুবাহ বিন হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার মায়ের গামলা বিক্রি করলাম দশ দিনারে।'[৫৫] তিনি হাদিস অন্বেষণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার মায়ের গামলা বিক্রি করেছিলেন।

বিশিষ্ট হাদিসবিশারদ ইয়াহইয়া বিন মুইনের পিতা মুইন তার ছেলের জন্য মিলিয়নের ওপর দিরহাম রেখে যান। ছেলে সব সম্পদ হাদিস অন্বেষণের পেছনে ব্যয় করে দেন। সবশেষে তার কাছে পরিধান করার মতো এক জোড়া পাদুকাও ছিল না।[৫৬]

হাফিজ মুহাম্মাদ বিন সাল্লাম আল-বিকান্দি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ইলম অর্জনে চল্লিশ হাজার (দিরহাম) খরচ করেছি। চল্লিশ হাজার (দিরহাম) খরচ করেছি ইলম প্রচারে।'[৫৭]

সুতরাং আপনাকে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। পারব কি পারব না, হবে কি হবে না—এমন দুর্বলতা শুরুতেই আপনাকে যেন বাধাগ্রস্ত না করে অথবা চলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে না পারে।

واصل مسيرتَك لا تقف متردِّدًا * فالعمر يمضي والسُّنون ثوان

.................................

৫৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/২২০
৫৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১১/৭৭
৫৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১০/৬৩০

'অবিরত পথ চলো এবং থমকে যেয়ো না। কারণ, জীবন চলমান আর বছরগুলো তো কিছু মুহূর্ত।'

## ১৪. পরিকল্পনা পূরণে রয়েছে বিশেষ এক আনন্দ

এই তো হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. সহিহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু করেছেন ৭১৮ হিজরিতে। শেষ করেছেন ৮৪২ হিজরিতে। যেদিন তাঁর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারি লেখা সম্পন্ন করলেন, সেদিন বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করলেন।

তাঁর ছাত্র ইমাম সাখাবি রহ. বলেন :

> 'তা ছিল একটি অবিস্মরণীয় দিন। আলিম, কাজি, আমির ও সম্মানিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠান হয়েছিল সেদিন! এমন অনুষ্ঠান সে সময়ের মানুষ কখনো আর দেখেনি। কবিগণ সেদিন অনেক গেয়েছিল। সেদিন তাদেরকে স্বর্ণ বণ্টন করা হয়। অনুষ্ঠানে সেদিন ৫০০ দিনারের মতো ব্যয় হয়েছিল।'[৫৮]

৫৮. আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার ফি তারজামাতি শাইখুল ইসলাম ইবনু হাজার : ২/৭০২

# পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ

এখন আমরা পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কিছু কারণ নিয়ে আলোচনা করব। পরিকল্পনায় সফলতার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো প্রয়োগ করে দেখা আবশ্যক।

## ১. হতাশা ও উদ্যমহীনতা

পরিকল্পনায় সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হলো, দ্রুত হতাশ হওয়া ও বাধা-বিপত্তির সামনে আত্মসমর্পণ করা।

হতাশা আত্মহত্যার শামিল। প্রকৃত মুমিন আল্লাহ তাআলার রহমত হতে নিরাশ হয় না। ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার সামনে ভেঙে পড়ে না। বরং সে এ অভিজ্ঞতাকে মূল লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে প্রস্তুতি ও অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী আই.এম.সিঙ্গার তার জীবনের প্রায় বিশ বছর সেলাই মেশিন আবিষ্কারের পেছনে ব্যয় করে দিয়েছেন। এ দীর্ঘকাল এ মেশিনের জন্য চিন্তা-গবেষণায় তার সময় কেটেছে।

তাই হে যুবক, নিজেকে আশাশূন্য করো না। নিরাশার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরাজয় বরণ করো না!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্ম ও উদ্যমের প্রতি ছুটে যেতে এবং কর্মঠতার সাথে কাজ করার পথনির্দেশ করেছেন। পথনির্দেশ করেছেন হতাশা ঝেড়ে ফেলতে। তাওয়াকুলকে[৫৯] (তাওয়াক্কুলের বিপরীত) পরিহার করতে। এমনকি শেষ সময়ে এসেও অটল-অবিচল থাকতে। তিনি বলেছেন :

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

.................................

৫৯. কেউ যদি মাধ্যম গ্রহণ করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাকে তাওয়াক্কুল বলে। পক্ষান্তরে কেউ যদি মাধ্যম গ্রহণ না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করার দাবি করে, তাকে তাওয়াকুল বলে। -অনুবাদক।

'তোমাদের কারও হাতে যদি ছোট একটি খেজুর বৃক্ষ থাকে, আর এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়। বৃক্ষটি রোপণ করে দাঁড়াতে সক্ষম না হলেও, সে যেন তা রোপণ করে দেয়।'[৬০]

ইবনে জারির রহ. উমারা বিন খুজাইমা বিন সাবিত থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে শুনেছি, তিনি আমার পিতাকে বললেন, "বৃক্ষরোপণে আপনার বাধা কীসের?"

তিনি বললেন, "আমি বৃদ্ধ মানুষ, আগামী দিন মরে যাব।"

তখন উমর রা. বললেন, "বৃক্ষরোপণ আপনার কাছে এতই কষ্টকর ঠেকছে?"

তারপর আমি আমার পিতার সাথে উমর রা.-কে নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ করতে দেখেছিলাম।'[৬১]

## ২. বিক্ষিপ্ততা

মানুষের কর্মজীবনে ব্যর্থতা, বড় বড় পরিকল্পনা বিনষ্ট হওয়া অথবা কাজের মান কমে যাওয়া এবং মানুষের জীবনে তার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো—একাধিক পরিকল্পনায় বিক্ষিপ্ত থাকা। অনেক সময় একটি পরিকল্পনা সফল করতে অনেক মানুষের চেষ্টা ব্যয় করতে হয়। তাহলে এক ব্যক্তি সে একই পরিকল্পনা একাকী কীভাবে সম্পাদন করবে? আবার সে যদি নিজের একক শ্রম ব্যয় করে এমন কয়েকটা পরিকল্পনা চালাতে চায়, তবে ফলাফল কী হবে?

ومشتَّت العزمات يقضي عمرَه * حيران لا ظفرٌ ولا إخفاق

'বিক্ষিপ্ত চিন্তার লোকেরা অস্থির জীবনযাপন করে। না বিজয় আসে আর না আসে ব্যর্থতা।'

আর এ কারণেই প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি বাধা হলো, একই সময় একাধিক বড় বড় পরিকল্পনা শুরু করা। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ শাইখ আহমাদ শাকির

৬০. মুসনাদু আহমাদ : ১২৫৬৯। হাদিসটি সহিহ।
৬১. কানজুল উম্মাল : ৯১৩৬

রহ.-এর উদাহরণ দেওয়া যায়। তিনি একই সময়ে কয়েকটি বড় বড় কাজ শুরু করেছিলেন।

প্রথমে শুরু করেছেন 'মুসনাদু ইমাম আহমাদ'-এর তাহকিক। তারপর 'সুনানুত তিরমিজি', অতঃপর 'সহিহু ইবনি হিব্বান', এরপর 'তাফসিরু ইবনি কাসির'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ প্রণয়ন ও তাহকিকের কাজ শুরু করেন, এরপর ইবনে হাজমের 'আল-মুহাল্লা' কিতাবের তাহকিক শুরু করেছেন... যার ফলাফল ছিল কোনটিই তিনি পরিপূর্ণ করতে পারেননি।

### ৩. অক্ষমতা ও অলসতা

মানুষের অলসতা ও অক্ষমতা কত বড় বড় লক্ষ্যের সামনেই না প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই দুটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি দুআ করতেন :

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৬২]

আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধির সামনে আত্মসমর্পণের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এবং এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা কারও কর্ম বা ইচ্ছায় দুর্বলতা প্রবেশ করার অন্যতম কারণ। তিনি বলেন :

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

........................................

৬২. সহিহুল বুখারি : ২৮২৩, সহিহু মুসলিম : ২৭০৬

'তোমার উপকারী বিষয়ে আগ্রহী হও। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। অক্ষম হয়ে যেয়ো না। যদি তুমি কোনো বিপদে আক্রান্ত হও। তবে বলো না যে, "যদি আমি এমনটা করতাম, তাহলে এটা হতো, ওটা হতো।" বরং তুমি বলো, "আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটি নির্ধারিত এবং তিনি যা চান, তা করেন।" কারণ, "যদি" শব্দটা শয়তানের কাজের দরজা খুলে দেয়।'[৬৩]

الذل في دعة النفوس ولا أرى * عزَّ المعيشة دون أن يُشقى لها

'লাঞ্ছনা রয়েছে বিলাসী অন্তরে। আমি তাকে কষ্টে ফেলা ব্যতীত সম্মানি জীবন দেখি না।'

রাগিব আল-আসবাহানি রহ. বলেন :

'যে ভেঙে পড়েছে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে, সে মানবতা (বরং প্রাণিজগৎ) থেকে বের হয়ে গেছে এবং মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।'[৬৪]

বলা হয়ে থাকে, অলসতা ও ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে সাবধান! কারণ, যদি তুমি অলসতা করো, তবে হক আদায় করতে পারবে না। আর যদি ক্রোধান্বিত হও, তবে হকের ওপর সবর করতে পারবে না।'

إنَّ التَّواني أنكح العجز بنته * وساق إليها حين أنكحها مهرا

فراشا وطيئا ثم قال لها: اتكي * فغايتكما لا شك أن تلدا الفقرا

'অবহেলা তার মেয়েকে অপারগতার সাথে বিয়ে দেয় এবং তাকে বিয়ে দেওয়ার সময় মহর দেয়—কোমল বিছানার। আতঃপর মেয়েকে বলে, তুমি আরামে থাকো। সন্দেহাতীতভাবে তোমরা দারিদ্র্য জন্ম দেবে।'

.................................

৬৩. সহিহু মুসলিম : ২৬৬৪
৬৪. ফাইজুল কাদির : ২/২৯৩

অন্য এক কবি বলেন :

دببت للمجد والساعون قد بلغوا * جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا

فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم * وعانق المجد من أوفى ومن صبرا

لا تحسب المجد تمرا أنت آكله * لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

'চেষ্টাকারীরা সর্বোচ্চ সাধনা করে, কঠোর পরিশ্রম করে তবে মর্যাদা পেয়েছে।

আর তুমি স্রেফ হামাগুড়ি দিয়ে মর্যাদা পেতে চাইছ!

তারা মর্যাদা লাভের জন্য কষ্টের পথ ধরেছে। এর মধ্যে অনেকে বিরক্ত হয়ে পিছু হটেছে।

তবে মর্যাদার সাথে আলিঙ্গন করতে পেরেছে ওই ব্যক্তি, যে দৃঢ়পদে কর্ম সম্পাদন করেছে।

মনে করো না মর্যাদা কোনো খেজুর। হাতে নেবে, আর খেয়ে ফেলবে।

মর্যাদা তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় পাবে না, যতক্ষণ না ধৈর্যের তিক্ততাকে আস্বাদন করছ।'

অর্থাৎ অন্য কেউ সুউচ্চ মনোবলের মাধ্যমে মর্যাদা অর্জনে চেষ্টা করছে। আর তুমি তোমার কর্মবিমুখতার কারণে অলসের মতো চেষ্টা করছ এবং বয়স্ক বৃদ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে চলছ। তাহলে কীভাবে তুমি মর্যাদা অর্জন করবে?

### ৪. বিলম্ব করা ও দীর্ঘসূত্রতা

বিলম্ব মানে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজকে এক সময় থেকে অন্য সময়ে নিয়ে যাওয়া। আবার কখনো কখনো একেবারেই ভুলে যাওয়া। সালাফ বলেন :

'আমি তোমাদের "অচিরেই" শব্দ ব্যবহারে সর্তক করছি। কারণ, এটি ইবলিসের একটি সৈন্য।'

ولا أدخر شغل اليوم عن كسل * إلى غد إن يوم العاجزين غد

'আমি আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য রেখে দিই না। কারণ, আগামী দিন হলো অক্ষমদের। আজকের দিন সক্ষমদের।'

আপনি লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন তো আরম্ভ করতে বিলম্ব করবেন না। তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করুন। যদি আপনি বিলম্ব করতে থাকেন, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনো পৌঁছতে পারবেন না।

واترك منى النّفس لا تحسبه يشبعها

إنَّ المنى رأسُ أموال المفاليس

'নফসের চাহিদা পরিত্যাগ করো। তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে বলে ধারণা করো না।

কারণ, হতদরিদ্রদের মূলধন দুরাশা।'

দীর্ঘসূত্রতা সে অক্ষমদের দলিল, যারা কোনো কাজ করতে চায় না। কাজ করবে না, তাই নিজেকে আগামী দিনের কথা বলে বাঁচিয়ে রাখে। অথচ সে জানে যে, প্রতিদিনেরই ভিন্ন কাজ রয়েছে। আজকের দিনের যেমন আগামীকাল আছে। কালকের দিনেরও আগামী আছে।

انتبه من رقدة الغفلة، فالعمر قليل

واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل

'গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে ওঠো। কেননা, জীবনকাল স্বল্প সময়।

"অচিরেই" ও "যতক্ষণ"—কে ছুড়ে মারো। কারণ, এই দুটিই অন্তরের রোগ।'

নিজের পরিকল্পনা সম্পাদনে বিলম্ব করলে তোমার পরিকল্পনা অন্য কারও হয়ে যাবে। তোমার এ পরিকল্পনা অন্য কেউ সম্পাদন করে ফেলবে।

পরিকল্পনা সম্পাদনের লাগাম তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর এতে সর্বনিম্ন যে লোকসান তা হলো, অন্য কেউ আখিরাতের প্রতিদানে তোমার চেয়ে এগিয়ে যাবে।

**৫. সময়ের অপব্যবহার**

বর্তমানে উম্মাহ ও প্রতিটি মুসলিম ভয়ংকর এক বিপদের সম্মুখীন। আর তা হলো সময় অপচয়ের বিপদ। কারণ, সময় অপচয় করার অর্থ জীবন বিনষ্ট করা। সব জিনিসই হাত ছাড়া হলে পাওয়া যায়, কিন্তু সময় হাত ছাড়া হলে পাওয়া যায় না। আর এ কারণেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সময়ের পুনর্জন্ম হয় না—সময় দীর্ঘায়িত হয় না, থেমে থাকে না, পেছনে ফিরে যায় না। বরং সময় সামনে চলতে থাকে। এ জন্যই জীবনে সফলতার প্রথম শর্ত হলো; সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

যতই মানুষের রচনায় 'সময়ের ব্যবস্থাপনা' নামক বাক্যাংশটি অনেকবারই উল্লেখ থাকুক না কেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সময়ের ব্যবস্থাপনা করতে পারে না। কারণ সময় চলে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত নিয়মে। তবে আমরা সময় বয়ে চলার পথে তাকে কাজে লাগাতে পারি, কেবল এতটুকুই।

সময়ের অপচয় থেকে সাবধান করে উলামায়ে কিরাম ও জ্ঞানীদের বাণীমালা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনকারীদের অভিমত ছাড়াও অনেক নস ও আসার বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

> 'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই প্রবঞ্চিত। (তা হলো) সুস্থতা ও অবসরতা।'[৬৫]

ইবনে আকিল আল-হাম্বলি রহ. বলেন :

> 'আমার জন্য জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় করা হালাল নয়। যদিও আমার জিহ্বা আলোচনা ও বিতর্ক থেকে এবং দৃষ্টি অধ্যয়ন থেকে

.....................................

৬৫. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২

নিস্তেজ হয়ে যায়। তবুও আমি শোয়া অবস্থায়, অবসর সময়েও আমার চিন্তাকে কাজে লাগাই।'[৬৬]

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন :

'মানুষের উচিত নিজের সময়ের মর্যাদা ও মূল্য বোঝা। প্রতিটি মুহূর্তের সঠিক মূল্যায়ন হবে, যদি সে মহৎ কাজে তা ব্যয় করে। যদি সে এ সময়ে উত্তম থেকে উত্তমতর কথা ও কাজে মগ্ন থাকে।'[৬৭]

### ৬. কর্ম ও পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা

বিশৃঙ্খলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিষয়গুলোর মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলা, বিভিন্ন কাজে সংমিশ্রণ করে ফেলা এবং মানুষের সাধারণ জীবন পদ্ধতি ও তার চিন্তা, চালচলন এবং উত্তম-অনুত্তমের মাঝে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করা। একজন বিশৃঙ্খল মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কর্ম বিনষ্ট করে, পূর্বপ্রস্তুতিহীন হয়, তার কোনো রূপরেখা থাকে না, সে দিকভ্রান্ত থাকে, চলার কোনো পদ্ধতি থাকে না তার, একটি কাজ শুরু করে ছেড়ে দেয়, আরেকটি শুরু করে অসম্পূর্ণ রেখে দেয়। একবার এই রাস্তায় হাঁটে তো পরক্ষণেই তা এড়িয়ে চলে। একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তো কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

وعاجز الرأي مضياع لفرصته * حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

'সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ব্যক্তি সুযোগ নষ্ট করে। অবশেষে যখন কোনো বিষয় ছুটে যায়, তখন তাকদিরকে সে ভর্ৎসনা করে।'

এমন ব্যক্তি নিজের কাজ নিজের অজান্তেই নষ্ট করে ফেলে।

### ৭. দুর্বল প্রেরণা

চাই প্রেরণা ব্যক্তির মনোবল থেকে দুর্বল হোক অথবা বাইরের অন্য কিছু থেকে দুর্বল হোক—যেমন তাকে সব সময় যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দান করে

..................................

৬৬. শাজারাতুজ জাহাব : ৪/৩৬

৬৭. সাইদুল খতির : ৫৭

সে দুর্বল। উদ্দীপনা না থাকা অনেক প্রকল্পের ক্ষেত্রে অলসতা তৈরি করে এবং মাঝপথেই কাজটির পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ সমস্যার সমাধান হলো, পারস্পরিক উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান।

ইরাকের হাফিজে হাদিস আলি বিন আসিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

> 'আমার বাবা আমাকে এক লক্ষ দিরহাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, এক লক্ষ হাদিস মুখস্থ করার আগে আমাকে মুখ দেখাবে না।"'

এই ধরনের কথা পরিকল্পনা সম্পাদনে অনেক শক্তিশালী উদ্দীপনা তৈরি করে, অনেক শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক হয়। তবে সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপনা ও প্রেরণা হচ্ছে—আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশা এবং আখিরাত কামনা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

> وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ
>
> 'বস্তুত, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চাইবে, আমি তাকে তার অংশ (দুনিয়াতেই) দিয়ে দেবো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতিদান চাইবে, আমি তাকে তার অংশ দিয়ে দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ, শীঘ্রই আমি তাদের প্রতিদান দেবো।'[৬৮]

### ৮. তত্ত্বাবধানে ও অব্যাহত রাখায় দুর্বলতা

তত্ত্বাবধানে ও অব্যাহত রাখায় দুর্বলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সূচনায় বিলম্ব ও শিথিলতা তৈরি করে। কখনো তো একটি পরিকল্পনাকে পুরো বন্ধ করে দেয়! কারণ, মানুষ তার পরিকল্পনায় আদেশদাতা ও বিদ্বেষের পাত্র।

.................................

৬৮. সুরা আলি ইমরান : ১৪৫

### ৯. দুর্বল পরামর্শ

এটি এক ধরনের স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যায়, যা অবহেলা এবং চিন্তাগত ও চারিত্রিক অবনতির দিকে ধাবিত করে।

### ১০. আত্মবিশ্বাসের দুর্বলতা

আত্মবিশ্বাস দুর্বল হওয়া অথবা হীনম্মন্যতার অনুভূতি আসা পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে। কিছু করতে সক্ষম না হওয়ার মতো চিন্তা এক ধরনের পরনির্ভরতা তৈরি করে। এমন চিন্তাধিকারী কাজ করা ছেড়ে দেয়। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতিকাল করেন, তখন আমি এক আনসারিকে বললাম, "হে অমুক, এসো আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথিদের কাছ থেকে ইলম শিখব। আজ তাঁরা অনেকেই আছেন।"

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি মনে করো, মানুষ তোমার প্রতি মুখাপেক্ষী হবে? অথচ মানুষের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথিগণ উপস্থিত। যাঁদের তুমি দেখতে পাচ্ছ।"

সে এ কাজ পরিত্যাগ করল। আর আমি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসলাম। যদি আমার কাছে কারও ব্যাপারে খবর পৌঁছত, তবে আমি তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর দরজার সামনে আমার চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকতাম। বাতাস আমার চেহারা ধূলিমলিন করে দিত। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, আমাকে দেখে বলতেন, "হে আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই! আপনাকে কে এখানে নিয়ে আসলো? আপনি আমার কাছে সংবাদ পাঠাতেন, তাহলে আমিই আপনার কাছে যেতাম!"

আমি বলতাম, "না, আমিই আপনার কাছে আসার বেশি উপযুক্ত। অতঃপর আমি তাঁকে হাদিস জিজ্ঞেস করতাম।"

এরপর ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "আনসার লোকটি জীবিত থাকতেই দেখে গেছেন যে, মানুষ হাদিস জানার জন্য আমার কাছে ভিড় জমাচ্ছে। তখন সে বলেছিল, "এই যুবকটি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।"'[৬৯]

## ১১. তাড়াহুড়া প্রবণতা ও ধীরস্থিরতা পরিত্যাগ

কারণ, অনেক সময় মনে একটি পরিকল্পনা এসেছে, কিন্তু সে তাড়াহুড়া না করলে কিছুক্ষণ পর আবার আরেকটি পরিকল্পনা হৃদয়ে আসবে—যার কারণে মনে হবে যে, প্রথম পরিকল্পনাটি ভুল ছিল এবং দ্বিতীয়টি তার চেয়ে উত্তম হতো। তাই তাড়াহুড়ো করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যাওয়া পরিকল্পনার মৃত্যু ডেকে আনে।

## ১২. নিজের ব্যক্তিত্বের সক্ষমতার পরিমাপ করতে না পারা

নিজের ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করতে না পারলে একাধিক পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়। একবার সে ইলম অর্জনে ব্রতী হয়। আবার কখনো হিফজ আরম্ভ করে উপলব্ধি করে যে, সে কুরআন হিফজের জন্য তেমন মেধাবী নয়। এরপর একবার সে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারটি শুনল। এবার তো সে এ ব্যাপারে নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করল এবং এ দিকটিতে কাজ না করার জন্য নিজের মনের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলো তার। সে সব বিষয়ে সফল হতে চায়, অবশেষে কোনটিতেই সফল হতে পারে না। সে সবকিছু করতে চায়, তাই কোনো কাজই হয়ে ওঠে না তার।

এই ব্যক্তির মাঝে ও যে একটি তিরকে অনেকগুলো জায়গায় নিক্ষেপ করতে চায়, তার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর এমন ব্যক্তিদের পরিকল্পনার অবস্থা এমনই।

## ১৩. জীবনের কোনো লক্ষ্য না থাকা।

## ১৪. দায়িত্ববোধ না থাকা।

..................................

৬৯. দারিমি রহ.-এর বর্ণনা : ৫৭০

১৫. সত্তাগতভাবেই হতাশা হওয়া।

১৬. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজের মাঝে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকা।

১৭. নিজের আশপাশের ভাই-বন্ধু, পরিবার ও সমাজ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাদের হতোদ্যম করা কথাবার্তা।

১৮. চলার পথে রাস্তার কারুকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কেননা, এটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নস্যাৎ করে দেয়।

১৯. পরিকল্পনা পূর্ণ না হতেই তার ফলাফল অর্জনে তাড়াহুড়া করা

এটা ধৈর্যশক্তি দুর্বল হওয়ার আলামত। যার ধৈর্যশক্তি দুর্বল হবে, তার সফলতাও কম আসবে।

ومن قَلَّ فيما يتَّقيه اصطبارُه * فقد قلَّ مما يرتجيه نصيبه

'নিজের গ্রহণীয় জিনিসে যার ধৈর্য কমে গেছে, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে তার অংশও কমে গেছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তিদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যারা বিজয় ও তামকিনের শর্ত পূরণ করার আগেই বিজয় ও তামকিন প্রত্যাশা করে। তিনি বলেছেন :

وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে বিজয় করবেন। ফলে সানা[৭০] থেকে হাজরামাওত পর্যন্ত একজন লোক নিশ্চিন্তে সফর করবে। তার মনে স্রেফ আল্লাহরই ভয় থাকবে, অন্য কিছুর

৭০. সানা দ্বারা ইয়ামানের সানা উদ্দেশ্য হতে পারে। হাজরামাওতও ইয়ামানের একটি অঞ্চল। ইয়ামানের সানা ও হাজরামাওতের মাঝে দূরত্ব পাঁচ দিনের। আবার এখানে শামের সানা নামক স্থানটিও উদ্দেশ্য হতে পারে। সেটার দূরত্ব এর চেয়ে অনেক বেশি। - ফাতহুল বারি : ৬/৬১৯।

> ভয় থাকবে না। অথবা তার মেষপালের ওপর কেবল বাঘের ভয় থাকবে, অন্য কোনো চোর-ডাকাতের ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়ো করছ।'[৭১]

এ জন্যই ফুকাহায়ে কিরামের একটি মূলনীতি হলো, 'যে সময় আসার আগে তাড়াহুড়া করবে, সে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে সাজাপ্রাপ্ত হবে।'

ومستعجل الشيء قبل الأوان

يصيب الخسارة ويجني النصب

> 'সময় হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়ো করা ক্ষতির কারণ। এ কাজ করা মানে নিজের শ্রম অকেজো করে দেওয়া।'

তাই সবর খুবই জরুরি।

৭১. সহিহুল বুখারি : ৩৬১২

## পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উচ্চ মনোবলের অধিকারী ও সফল যারা

কিছু কিছু পরিকল্পনা সফলতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য শক্তিশালী মনোবলের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে কিছু চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পেশ করছি পাঠক সমীপে।

- জুলকারনাইন ও তার পৃথিবী আবাদের পরিকল্পনা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

'আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম।'[৭২]

আল্লাহ তাআলা জুলকারনাইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে সবকিছুর উপকরণ দান করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে যে উপকরণ দিয়েছেন, সেগুলো তিনি কাজে লাগিয়েছেন। নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ও গন্তব্যে পৌঁছতে এগুলো ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের চলা অব্যাহত রাখতে ও জিহাদ চালিয়ে যেতে বিশাল শ্রম ব্যয় করেছেন। তার সেনাবাহিনী গঠন করেছেন। তাদের প্রস্তুত ও সজ্জিত করেছেন। অর্থ ও শক্তির যা কিছু পেরেছেন সংগ্রহ করেছেন। এ সবই এ কারণেই করেছেন যে, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন—উপকরণ সংগ্রহ করা, শ্রম ব্যয় করা, সবকিছু প্রস্তুত করা তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে জরুরি।

জুলকারনাইন পৃথিবীকে আবাদ করতে চেয়েছেন এবং তাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি এ জন্য নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। তিনি তৎকালীন সময়ের কারও চেয়ে সম্মানে কম থাকুক—সেটাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, যদিও সে সম্মান দুনিয়াবিও হোক না

..................................

৭২. সুরা আল-কাহফ : ৮৪

কেন। তিনি কোনো সীমায় এসে থেমে থাকেননি। তিনি কোনো অবস্থানে গিয়ে থেমে যাননি। বরং পুরো পৃথিবী ভ্রমণের ইচ্ছা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছেন। অতঃপর নিজ বাহিনী নিয়ে ভ্রমণ শুরু করেছেন এবং সূর্যোদয়ের স্থান পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তারপর তিনি এমন এক পথ অবলম্বন করলেন, যার ফলে দুপ্রাচীর বেষ্টিত এলাকায়ও পৌঁছলেন। এরপর সে পুরো অঞ্চলটি নিজের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সেখানে শাসন করলেন। প্রভাব বিস্তার করলেন। নির্যাতিতদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল ও ভীতসন্ত্রস্তদের জন্য নিরাপদ একটি জায়গা তৈরি করে গেছেন।

কাসিমি রহ. বলেন :

> 'জুলকারনাইনের বর্ণনার একটি বিশ্লেষণ এমন—প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উদ্যমের সাথে জেগে উঠতে হবে, হতে হবে কর্মঠ। উদ্যম ও সাহসিকতার এ প্রচেষ্টা উপকরণ ও মাধ্যমগুলোকে হাতে এনে দেয়, করে দেয় সহজলভ্য। সুতরাং সমুদ্র পাড়ি বা মরুভূমি অতিক্রম কষ্টকর বলে অজুহাত দেখিয়ে মর্যাদাহীন, দুর্বল ও নিম্নতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। বরং উচিত হচ্ছে উদ্যমী হওয়া এবং নিজের পথ চলায় সুখ ও আনন্দের স্বাদ উপভোগ করা। যেমন জুলকারনাইন নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তার সারা জীবন কেটেছে বিজয়ের মিষ্টতা ও সফলতার স্বাদ উপভোগ করে। এমনটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন না—যাকে উদ্দেশ্য অর্জনে কষ্ট-কাঠিন্য ঠেকিয়ে রাখবে।'[৭৩]

- ইমাম নববি রহ. প্রতিদিন বারোটি দরস পাঠ করতেন। সপ্তাহে কিংবা মাসে নয়; বরং প্রতিদিন বারোটি দরস। 'আল-ওয়াসিত' কিতাবের দুই দরস। 'আল-মুহাজজাব' কিতাবের একটি দরস। (পরবর্তীকালে 'আল-মাজমু' নামক তাঁর বিশাল গ্রন্থে যার ব্যাখ্যা লিখেছেন।) 'আল-জামউ বাইনাস সহিহাইন' কিতাবের একটি দরস। 'সহিহু মুসলিম'-এর একটি দরস। নাহু নিয়ে লিখিত ইবনুজ জান্নির কিতাব 'আল-লুমউ'-

..............................

৭৩. মাহাসিনুত তা'বিল : ১১/৮৭

এর একটি দরস। ভাষা নিয়ে লিখিত ইবনুস সিক্কিতের 'ইসলাহুল মানতিক'-এর একটি দরস। সরফবিষয়ক একটি দরস। উসুলুল ফিকহের একটি দরস; কখনো আবু ইসহাকের 'আল-লুমউ' থেকে আবার কখনো ফখরুদ্দিন রাজির 'আল-মুন্তাখাব' থেকে পড়তেন। আসমাউর রিজাল নিয়ে একটি দরস। উসুলুদ্দিন নিয়ে একটি দরস পাঠ করতেন।

তিনি বলেন, 'আমি টীকা আকারে কঠিন শব্দ, অস্পষ্ট ইবারত ও কঠিন ভাষাগুলো সমাধান করে দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা আমার সময়ে বরকত দান করেছেন।'

তিনি দিন-রাত কখনো কোনো সময় নষ্ট করতেন না। সব সময় কাজে মগ্ন থাকতেন। এমনকি রাস্তায়ও এ নিয়ে মশগুল থাকতেন। তিনি এভাবে ধারাবাহিক ছয়টি বছর কাটিয়েছেন। এরপর লেখালেখি শুরু করেছেন।

- জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি রা.। একমাস সফর করে শামে পৌঁছলেন আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রা. থেকে একটি হাদিস সংগ্রহ করতে।

- আবু আইয়ুব রা. একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে উকবাহ বিন আমিরের কাছে মিশর গমন করেছেন।

- সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. বলেন, 'আমি একটি হাদিস সংগ্রহে রাতের পর রাত ও দিনের পর দিন সফর করেছিলাম।'

- সাইদ ইবনু জুবাইর রহ. একটি আয়াতের তাফসির জানার জন্য কুফা থেকে মদিনায় এলেন।

- ইবনে দাইলামি আব্দুল্লাহ বিন ফাইরুজ রহ. বলেন, 'আমার কাছে আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট একটি হাদিস থাকার খবর পৌঁছল। আমি সেই হাদিসটি জিজ্ঞেস করতে তায়িফ পর্যন্ত সফর করলাম।' আর ইবনে দাইলামি তখন ফিলিস্তিনে ছিলেন।'

- **ইমাম তাবারি রহ. এবং তাঁর তাফসির ও ইতিহাস গ্রন্থ সংকলন**

ইবনে জারির আত-তাবারি রহ. তাঁর সঙ্গীদের বলেন, 'তোমরা কি আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় আগ্রহ রাখো?'

তারা বলল, 'কত পৃষ্ঠায়?'

তিনি বললেন, 'আনুমানিক ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায়।'

তারা বলল, 'এটি শেষ করার আগেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।'

তিনি বললেন, 'ইন্নালিল্লাহ! সাহসিকতা তো মরে গেছে।'

তারপর তিনি তিন হাজার পৃষ্ঠায় সংক্ষেপ করেছেন সে ইতিহাসকে। তিনি যখন তাফসির গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা করলেন, তখনও তাদের এমন কথা বললেন। অতঃপর ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় তাও রচনা করলেন একই পরিমাণ পৃষ্ঠায়।

তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ইসতিখারা করেছি। তিন বছরের আগেই তা সংকলন পূর্ণ করার নিয়তের ওপর তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছি। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন।'[৭৪]

- **জাপানের বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ**

কিছু কিছু কাফিরের কাছেও আপনি ধৈর্য, কর্ম, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখতে পাবেন। তার একটি উদাহরণ হলো, জাপানিরা তাদের একজন প্রজাকে জার্মানের যন্ত্রবিজ্ঞান অর্জনের এক মিশনে প্রেরণ করল। তার লক্ষ্য ছিল ইঞ্জিন তৈরি করা।

সে বলল, 'আমি এই বিষয়ে পড়াশোনা করলাম। যন্ত্রবিজ্ঞানের সবকিছু ভালোভাবে জেনে নিলাম। কিন্তু ইঞ্জিনের সামনে অক্ষম হয়ে পড়লাম।

একদা আমি নিজের পুরো বেতন দিয়ে একটি ইটালিয়ান ইঞ্জিন ক্রয় করলাম। তা বানানোর প্রক্রিয়া দেখতে লাগলাম। কেমন যেন আমি

৭৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৪/২৭৪-২৭৫

একটি মুক্তার মুকুটের দিকে তাকাচ্ছি। আমি মনে মনে বলছিলাম, এটাই ইউরোপের শক্তির গোপন রহস্য। যদি আমি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারি, তবে জাপানের ইতিহাস পাল্টিয়ে ফেলতে পারব। আমি ভাবলাম, যদি আমি এটি খুলে পুনরায় জোড়া দিতে পারতাম এবং আমি সেটা চালু করতাম এবং তা চালু হয়ে যেত। আমি ইউরোপীয় কারিগরির গোপন রহস্যের দিকে পা পা করে হেঁটে চললাম।

আমার কাছে যন্ত্রের যে নকশাটি ছিল, তা নিয়ে আসলাম। অনেকগুলো কাগজ নিলাম। কাজের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে কাজ চালিয়ে গেলাম। আমি প্রতিটি যন্ত্রাংশের নকশা করে নিলাম। পুরো যন্ত্রটি খুলে ফেললাম। এরপর সিরিয়াল অনুযায়ী নকশা আঁকলাম। এরপর পুনরায় জোড়া দিলাম। পরে চালু করলে সাথে সাথে তা চালু হয়ে গেল!

আমি আনন্দে স্তব্দ হয়ে গেলাম। যেন আনন্দে আমার হৃদপিণ্ড থেমে গেয়েছিল সেদিন। তিন দিনের কাজ। দিনে মাত্র একবার আহার। খুব কম সময়ের ঘুম।

আমাদের মিশনপ্রধান আমার এই বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি আমার জন্য একটি অকেজো মেশিন নিয়ে এসে বললেন, "এটার সমস্যাটা বের করো! যেন এটা আবার চালু হয়। আমি দশদিন যাবৎ এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর ভুলগুলো বুঝতে পারলাম। পুরাতন তিনটি যন্ত্রাংশ ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া বাকিগুলো আমি হাতুড়ি ও রেডিয়টরের সাহায্যে ঠিক করে দিয়েছি।

মিশনপ্রধান আমাকে নিজে নিজে কিছু যন্ত্রাংশ বানিয়ে তা জোড়া দিতে বললেন। অতঃপর আমি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন ছেড়ে লোহা মিশ্রণ, তামা মিশ্রণ ও অ্যালুমেনিয়াম মিশ্রণের কারখানায় ভর্তি হলাম। যেমনটা আমার জার্মানি স্যারেরা কামনা করেছিলেন।

সেখানে আমি একজন কর্মচারী হিসেবে থাকলাম। খনিজ কারখানায় খনিজ কর্মকর্তার কাছে লাঞ্ছনার সাথে অবস্থান করলাম। তার হুকুম তামিল করছিলাম। যেভাবে বলছিল সেভাবে করছিলাম। যেন সে একজন বিরাট

কেউ। আমি খাবারের সময় তার সেবা করেছি। প্রায় আট বছর যাবৎ এভাবে থাকলাম। দৈনিক প্রায় দশ থেকে পনেরো ঘণ্টা কাজ করতাম। আমার কাজ শেষ হওয়ার পর রাতে গার্ডের দায়িত্ব পালন করতাম। রাতের বেলা সাধারণভাবে কারিগরি নিয়মগুলো নিয়ে গবেষণা করতাম।

জাপানের গভর্নর মিকাডো আমার বিষয়টি জানতে পারলেন। নিজের পারসোনাল সম্পদ থেকে আমার জন্য তিনি স্বর্ণের পাঁচ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড পাঠালেন। আমি তা দিয়ে কারখানার সবগুলো যন্ত্রাংশ ক্রয় করলাম। এবং সেগুলো জমা করে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। আমি দেশে পৌঁছামাত্রই গভর্নর মিকাডো আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। আমি বললাম, "পূর্ণ ইঞ্জিনটি পরিপূর্ণ সেটিং করা ব্যতীত আমি তার সাক্ষাতের উপযুক্ত নই।"

অতঃপর আমি নয় বছর পর সহযোগীদের নিয়ে কাজ করার পর Made in Japan যুক্ত দশটি ইঞ্জিন প্রাসাদে নিয়ে গেলাম। মিকাডো আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং মুচকি হাসলেন। বললেন, "আমার জীবনে এটি সবচেয়ে বেশি মিষ্ট মিউজিক যা আমি শুনেছি। একটি খাঁটি জাপানিজ মেশিনের আওয়াজ।"'

বাতিলপন্থীদের তাদের বাতিলের প্রতি দাওয়াতের আশ্চর্য অবস্থা!

ডক্টর আব্দুল ওয়াদুদ শালবি বলেন :

> 'আমি দ্বিধায় পড়ে যাই মাদ্রিদে যখন ধর্মপ্রচারকদের প্রস্তুতি দেখি। বিশাল একটা ভবনের আঙিনায়, বড় একটি ফলকে লিখে রেখেছে, হে ধর্মপ্রচারক যুবক, আমরা তোমাকে কোনো পেশা বা কাজ, বিছানা বা জাজিমের জন্য প্রস্তুত করছি না। আমরা তোমাকে সতর্ক করছি যে, তোমার ধর্মপ্রচার-জীবনে শুধু দুঃখ-কষ্টই পাবে। আমরা তোমার সামনে যা পেশ করতে পারব তা হলো—জ্ঞান, রুটি ও ছোট কুটিরে শুষ্ক বিছানা। আর এর সবকিছুর বিনিময় তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে পাবে। যখন তুমি মাসিহের পথে থাকবে, তুমি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।'

এই বাণীগুলো ডাক্তারি, অস্ত্রোপচার ও ফার্মাসিউটিক্যালস ও অন্যান্য ডিগ্রিধারী বহু লোককে মরুভূমির শুষ্ক প্রান্তরে নিয়ে গেছে। যেখানে একটি তাঁবু ছাড়া আর কিছুই মিলে না। এমন দুর্গন্ধ জলাভূমিতেও নিয়ে গেছে যেখানে জীবাণু ছড়িয়ে আছে। সেখানে তারা দীর্ঘকাল বিনা বেতনে অবস্থান করছে। অবস্থান করেছে বিনা পদমর্যাদায়। যদি তাদের কেউ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করত, তবে লাখ লাখ ডলার অর্জন করতে পারত। কিন্তু সে তা বিসর্জন দিয়েছে এক বাতিল মতবাদের জন্য, যাকে সে সঠিক ধারণা করেছে।

আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য! এই জাতির হৃদয়গুলো বাতিলের প্রতি জমে যাওয়ার ওপর আশ্চর্য হতে হয়। তোমাদের হক দ্বীন থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ওপর আশ্চর্য হতে হয়।

# পরিশিষ্ট

উদ্দেশ্যহীন পথচলা জীবনের অপচয়, সময় বিনষ্টকরণ। কোনো মানুষ যদি নিজের গন্তব্য না চেনে, তবে সে পৌঁছতেও পারবে না। এলোমেলো হবে তার জীবন। উদ্ভ্রান্তের ন্যায় জীবনযাপন করবে সে। তাই প্রতিটি মুসলিমের জীবনেই এক বা একাধিক পরিকল্পনা থাকা উচিত। আমাদের এই পুস্তিকাটি যেন লক্ষ্য স্থির করতে ও পরিকল্পনা সাজাতে সাহায্য করে—আল্লাহ তাআলার কাছে এ কামনা।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে কল্যাণের তাওফিক দিন। কল্যাণের প্রতি পথ প্রদর্শন করুন। আমাদের ও মন্দের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে দিন। হে জগতের প্রতিপালক!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

* পরিকল্পনা গ্রহণের আগে যে বিষয়টি লক্ষ রাখা চাই...

⇒ মানুষের জীবনের মূললক্ষ্য হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। তাই যখন কেউ কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে আল্লাহ তাআলার বান্দা। তার জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদতের বিধানাবলি বাস্তবায়ন আবশ্যক। আর এ কারণেই প্রতিটি পরিকল্পনা গ্রহণের আগে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হবে, এই পরিকল্পনাটি কি আমাকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বানাবে নাকি তাঁর থেকে দূরে ঠেলে দেবে?

⇒ আপনার পরিকল্পনাটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় পরিকল্পনা কখন হবে? তখনই হবে যখন আপনার পরিকল্পনাটি এমন হবে, যার জন্য একজন মুসলিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। হ্যাঁ, সে পরিকল্পনাটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে মহাসফলতা লাভ করা।

উদ্দেশ্যহীন পথচলা জীবনের অপচয় ও সময় বিনষ্টকরণ বৈ কিছু নয়। যে পরিকল্পনা-মাফিক নিজের জন্য কোনো লক্ষ্য স্থির করে না, তার জীবন হয় এলোমেলো-অগোছালো। কোনো বিষয়ে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয় না। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম স্থির না করার কারণে তার প্রচেষ্টাগুলো আলোর মুখ দেখে না। যে নিজের গন্তব্যে পৌছতে সঠিক পথে কদম বাড়ায় না, তার পদক্ষেপগুলো তো বরাবরই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই যে জানে না, সে কীভাবে প্রকৃত সফলতার দেখা পাবে? তাই সফলতা-প্রত্যাশীদের নিজ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন অবগত থাকা চাই, তেমনই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে গ্রহণ করা চাই উত্তম পরিকল্পনা...

RUHAMA
PUBLICATION

www.facebook.com/ruhamapublicationBD